ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-153 ■ 11 March, 2025 ■ আগরতলা ১১ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এক সপ্তাহে ২.৮৮ কোটির পাচার সামগ্রী আটক

৪ দিনে ২৯ বাংলাদেশি আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ২০২৫ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিএসএফ সৈন্যরা বেশ কয়েকটি পাচারের প্রচেষ্টা সফলভাবে ব্যর্থ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাদক, গবাদি পশু, চাল এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসপত্র জব্দ করেছে। যার মূল্য ভারতীয় টাকায় ২.৮৮ কোটি টাকা। এছাড়াও এই অভিযানে ২৮০.৬৭ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে বিএসএফ।

আন্তর্জাতিক সীমান্তে চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধে এবং প্রতিপক্ষের সাথে আরও ভালো সমন্বয়ের জন্য, বিএসএফ ৬১টি একযোগে সমন্বিত টহল পরিচালনা করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিজিবির সাথে একাধিক সীমান্ত সমন্বয় সভা আয়োজন করেছে।

এদিকে, ফের সাফল্য পেল বিএসএফ জওয়ানরা। ৬ থেকে ১০ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফ জওয়ানরা বিভিন্ন অভিযানে ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং সাত (০৭) ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। যাদের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান থেকে ভারতীয় টাউটরাও রয়েছে।

উক্ত অভিযানগুলি চলেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায়। এর মধ্যে এয়ারপোর্ট থানা, আমতলী থানাধীন নিশ্চিন্তপুর, মোহনপুর থানাধীন হরনাখোলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলা রেল স্টেশন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি ও ধর্মনগর রেল স্টেশন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম এবং ত্রিপুরার গোমতী জেলার এলকে পাড়া রয়েছে।

এছাড়াও, স্থানীয় জনগণের উদ্বেগ দূর করার জন্য সীমান্ত এলাকায় ৯ টিরও বেশি গ্রাম সমন্বয় সভা করেছে বিএসএফ। জাতির নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিএসএফ জওয়ানরা তাদের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

শাহ'র বৈঠক যোগ দিতে ১৬ই গুয়াহাটি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা আগামী ১৬ মার্চ গুয়াহাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেবেন। এই বৈঠকটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে এবং মূলত তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের উপর আলোচনা হবে।

আলোচ্য আইনগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ (ক্ষঙ্ক্ষছ), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (ক্ষঙ্ক্ষছছ), এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (ক্ষছঙ)। এই নতুন আইনগুলি দেশের অপরাধ বিচার ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈঠকের আগে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা রাজ্যে এই আইনগুলির কার্যকরকরণ নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেন। এই সভায় স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, আইন, প্রসিকিউশন, ফরেনসিক, স্বাস্থ্য ও কারা বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

৩ মাসের মধ্যে দ্বৈত এপিক নম্বরের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ভারতের নির্বাচন কমিশন আগামী ৩ মাসের মধ্যে চলমান দ্বৈত এপিক নম্বরের সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত ভোটারের দ্বৈত এপিক নম্বর রয়েছে তাদের জন্য একটি ইউনিক ন্যাশনাল এপিক নম্বর বরাদ্দ করা হবে। ভবিষ্যতে নতুন ভোটারদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। যদিও এপিক নম্বর যাই হোক না কেন একজন ভোটার শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে পারেন। অন্য কোথাও নয়। ২০০০ সালে এপিক সিরিজ বরাদ্দের সময় কিছু ইআরও সঠিক সিরিজ ব্যবহার করেননি। ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে দ্বৈত এপিক নম্বর তৈরি হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্বতন্ত্রভাবে ভোটার তালিকা পরিচালনা করেছিলো তাই এই সমস্যা তখন চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কমিশনের প্রযুক্তিগত দল সংশ্লিষ্ট সিইও-দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে আগামী তিনমাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম ভোটার ডাটাবেস হলো ভারতের নির্বাচনী তালিকা। যেখানে ৯৯ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ভোটার রয়েছেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তালিকা ক্রমাগত আপডেশন করার পাশাপাশি প্রতি বছর বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্রক্রিয়া পরিচালনা করে, যা সাধারণত অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে হয়ে থাকে এবং জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়। যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নির্বাচন আসন্ন সেখানে নির্বাচনের আগেও বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী হয়ে থাকে। সম্প্রতি বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী-২০২৫-এর জন্য সূচি ৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিলো এবং ৬-১০ জানুয়ারি, ২০২৫-এর মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। ভোটার তালিকা তৈরি করতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক এই প্রক্রিয়ায় ইআরও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রতি বুথের জন্য একজন করে বিএলও নিযুক্ত করেন। প্রতিটি বুথে রাজনৈতিক দলগুলিও বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগ করতে পারে। সমস্ত বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার তালিকা যাচাই করার এবং কোনও ত্রুটি থাকলে অভিযোগ জানানোর অধিকার আছে। বিএলও দ্বারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট ইআরও-এর কাছে সুপারিশ জমা দেওয়া হয়। এই সমস্ত তথ্য যাচাই করার পর ইআরও ভোটার তালিকা আপডেটেশনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। অ্যাপিকেল রুটেড কাটিং (এআরসি) পদ্ধতিতে আলু উৎপাদন হচ্ছে কানি প্রতি প্রায় আট হাজার কেজি। এতোদিন যাবৎ কৃষকরা যে আলু চাষ করছিলেন তার ফলনে কানি প্রতি উৎপাদন ছিল তিন হাজার কেজি। এ প্রজাতির আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা ছাড়াও দক্ষিণ ত্রিপুরা, ধলাই, খোয়াই জেলাতেও এ পদ্ধতিতে আলু চাষ হচ্ছে। আগামীদিনে আরও বেশি পরিমাণে এ প্রজাতির আলুবীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হবে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর কৃষি মহকুমাধীন রাজনগর পঞ্চায়েতে আলু চাষের জমি পরিদর্শনের সময় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথাগুলি বলেন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। উল্লেখ্য, রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অ্যাপিকেল রুটেড কাটিং (এআরসি) পদ্ধতিতে অনেক কৃষক আলু চাষ করছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার বিভিন্নভাবে কৃষকদের সহায়তা দিচ্ছে, যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদন বাড়াতে পারেন। যুবরাজনগর ব্লক এলাকার কৃষকরা কতটুকু খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন এবং এই ব্লক এলাকার মানুষের চাহিদা কতটুকু সে তথ্য বক্তব্যে তুলে ধরেন কৃষিমন্ত্রী। চাহিদার সাথে সাযুজ্য রেখে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এজন্য তিনি কৃষকদের অনুপ্রাণিত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অর্পণা নাথ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. ফণিভূষণ জমাতিয়া, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস, সমাজসেবী কাজল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত রাহুল

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.)।। ভোটার তালিকা নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। এমনটাই দাবি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশজুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রতিটি বিরোধী দলেই ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সমগ্র বিরোধী দল শুধু বলছে, ভোটার তালিকা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।"

উল্লেখ্য, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিএম শ্রী প্রকল্প নিয়ে মন্তব্যের প্রতিবাদে ডিএমকে এবং কংগ্রেস সাংসদদের বিক্ষোভের জেরে লোকসভার অধিবেশন দুপুর পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি এবং অন্যান্য সদস্যরা ডুপ্লিকেট ভোটার আইডি ইস্যু এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ওয়াকআউট করেন।

সাংসদদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটির প্রথম প্রতিবেদন উপস্থাপন বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। লোকসভায় সাংসদদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটির প্রথম প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সংসদে শ্রী দেব লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, আজ লোকসভায় হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় সাংসদদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটির প্রথম প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন।

রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মাসিক মাথা পিছু খরচ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ।। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান এবং কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স অফিস (এনএসও) নিয়মিত প্রত্যেক পরিবারের খরচের সমীক্ষা করে থাকে। পরিবারের খরচা নিয়ে পর পর দুটি সমীক্ষা হয়েছে ২০২২ এর অগাস্ট থেকে ২০২৩-এর জুলাই পর্যন্ত এবং ২০২৩-এর অগাস্ট থেকে ২০২৪-এর জুলাই পর্যন্ত। এই দুটি সমীক্ষা থেকে ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪-এর মাথা পিছু মাসিক গড় খরচের পাশাপাশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০২২-২৩-এর থেকে ২০২৩-২৪-এ মাসিক মাথা পিছু খরচের পরিবর্তনের শতাংশ গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের জন্য আলাদা করে পাওয়া গেছে। সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলে ২০২২-২৩ এ মাথা পিছু গড় খরচ ৩,৭৭৩ টাকা। ২০২৪-এ ৪,১২২ টাকা। ২০২২-২৩-এর তুলনায় ২০২৩-২৪-এ পরিবর্তনের হার ৯.২ু। ২০২২-২৩-এ শহরাঞ্চলে মাসিক মাথা পিছু খরচের পরিমাণ ছিল ৬,৫৫৯ টাকা। ২০২৩-২৪-এ ৬৯৯৬ টাকা। পরিবর্তনের হার ৮.৩ু। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ২০২২-২৩-এ ৩,২৩৯ টাকা ২০২৩-২৪-এ ৩,৬২০ টাকা। পরিবর্তনের হার ১১.৮ু। রাজ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানার ভেতরে কংগ্রেস নেতৃত্বকে হুমকি মন্ডল সভাপতির, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। থানার ভেতরে শাসক দলের নেতৃত্বদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পাল। এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে তিনি জানিয়েছেন, ৬ মার্চ সোনামুড়ায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে হাত-পা বেঁধে মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হলেও এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এজন্য আজ কংগ্রেস নেতৃত্বরা কাঁকরাবন থানায় গেছিলেন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে কাকড়াবন বিজেপি মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিজেপি সমর্থক থানায় ঢুকে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়।। পুলিশের সামনেই তাদেরকে হুমকি-ধমকি দিতে থাকে বলে অভিযোগ। এক সময় পুলিশের সামনেই তারা মারধর করারও চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করেছেন টিটন পাল। পরবর্তী সময়ে থানা থেকে বেরিয়ে আসার পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর পরকীয়া আত্মহত্যার চেষ্টা কনস্টেবল স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। স্বামীর পরকীয়ার জেরে বিষাক্ত ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে পুলিশ কনস্টেবল স্ত্রী। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে তড়িঘড়ি গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা উদয়পুরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, ঘটনাস্থলে ছুটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চৌদ্দ দেবতা মন্দির চত্তরে হেলথ সেন্টার খোলা নিয়ে সমস্যা দুরীকরণে বৈঠকে প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ ।। চৌদ্দ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু এবিষয়ে সরকারের তরফ থেকে তিপ্রাসাদের কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। আজ মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই দাবি করেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তাঁর মতে, সীমানায় কোন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে সরকারকে জানাতে হয়। তা না হলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

এদিন শ্রী দেববর্মণ বলেন, চৌদ্দ দেবতা বাড়ি মন্দির চত্বরে এক হেলথ সেন্টার খোলার বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই সমস্যা দূরীকরণে জন্য আজ বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, সচিব কিরণ গিত্তে সহ অন্যান্য অফিসাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছে তিনি। মূলত ওই বৈঠকের মাধ্যমে কিভাবে সমস্যা সমাধান করা যায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। আবারো কয়েক সপ্তাহ পরে বিধায়ক এবং সমাজপতিদের সাথে বৈঠকের কথা হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, চৌদ্দ দেবতা মন্দির রাজ্যবাসীর আবেগ এবং ঐতিহ্য। ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য একত্রে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি, এদিন তিনি বলেন, মন্দিরের সীমানায় কোন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে আইজির অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ডিসেম্বর মাসে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর পরীক্ষার্থীদের শারীরিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে নার্সিংহোমে ভুল চিকিৎসায় বধূ মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে তক্ষশীলা নার্সিংহোমে ভুল চিকিৎসার বলি হলেন কাঞ্চনপুরের এক গৃহবধূ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্সিংহোমে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমার সুভাষনগরের এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ধর্মনগরের দিগলবাগ এলাকায়। সেখানে অবস্থিত তক্ষশীলা নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় গৃহবধূর। নার্সিংহোমের কর্ণধার ও চিকিৎসক তপন শর্মা।

পরিবারের অভিযোগ, গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের জন্য ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই গৃহবধূর। তার মা, স্বামী ও ভগ্নিপতি জানান, রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে ডা. তপন শর্মা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আত্মীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধর্মনগর আরক্ষা দপ্তর ও মহকুমা প্রশাসন তৎপর হয়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিসি জিনিয়াস ডারলং-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস''র ইকনমিক্স পরীক্ষা আজ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, সারা রাজ্যে আজ পরীক্ষায় বসেছিল ১,৭০৪ জন পরীক্ষার্থী।

তার মধ্যে ছাত্র ৯৩৯ জন ও ছাত্রী ৭৬৫ জন। পরীক্ষায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের সমস্যায় ভুগছে খোয়াই ধলাবিল মুন্ডাপাড়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ।। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন খোয়াই ধলাবিল মুন্ডাপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। পাইপলাইন, জলের সংযোগ থাকলেও প্রায় বছরখানেক সময় ধরে এলাকায় কোন ধরনের পানীয় জলের যোগান নেই।

ঘরে ঘরে রয়েছে সরকারি পানীয় জলের টেপ। কিন্তু সেগুলি দিয়ে জল আসে না। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর।

পানীয় জলের সমস্যায় এক প্রকার

দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি

বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা নিজ নিজ উদ্যোগে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন নিয়ে অনেক কষ্ট করে কল বসিয়ে সমস্যা নিবারণের চেষ্টা করছেন।

জলের সমস্যার কারণে তারা সবজি চাষ করতে পারছে না দীর্ঘদিন যাবত বলেও জানান তারা।

বহুবার পঞ্চায়েত অফিসে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দ্রুত জলের সমস্যা নিরসনের দাবি জানিয়েছেন মুন্নাপাড়ার এলাকাবাসীরা।

জাগরণ
আগরতলা, ১১ মার্চ,২০২৫ ইং
২৬ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আত্মকেন্দ্রিকতা

ওভাল বৈঠকের ঘাতপ্রতিঘাত যে এতদূর গড়াইবে, তাহা কেউ অনুমান করেননি। পরিস্থিতি বেগতিক দেখিয়া জেলেনস্কিকে সঙ্গে নিয়া আমেরিকা যাইতেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্টারমার ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ। চলতি সপ্তাহেই সৌদি আরবে মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের কর্মসূচি আছে ইউক্রেনের ট্রাম্প আসলে কী চাইছেন, বোঝা কঠিন। প্রেসিডেন্ট হইয়া একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়া চলিয়াছেন তিনি। তাহার অনেকগুলি ইতিমধ্যে আদালত পর্যন্ত গড়াইয়াছে। বিচারকরা তাঁহার একাধিক সিদ্ধান্ত স্থগিত করিয়া দিয়াছেন। চমক দিতে দিতে কোথায় থামিবেন, ট্রাম্প নিজেও জানেন না। আর আছেন তাঁহার পারিষদরা! গত দেড় মাসে ট্রাম্পের বিভিন্ন ঘোষণার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাঁহার পারিষদদের। প্রেসিডেন্টের সবচাইতে বিশ্বস্ত অনুচর, মন্ত্রীসভায় সতীর্থ এলন মাস্ক তাঁহার এক্স হ্যান্ডেলে ইগলম্যানের প্রস্তাবকে সমর্থন জানাইয়াছেন। ইগলম্যানের বক্তব্য, এখনকার পরিস্থিতিতে উপকৃত হইতেছেন ইউরোপের অন্যান্য দেশ। বরং ন্যাটোতে থেকে আমেরিকার কোনও লাভ হইতেছে না। ।রিপাবলিকানদের মধ্যেও এই ধারণা দানা বাঁধিতেছে। একই কারণে রাষ্ট্রসংঘ, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার থেকেও আমেরিকার বেরিয়ে আসা উচিত বলিয়া রিপাবলিকান কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে জনমত গড়িয়া তোলা হইতেছে। এক্ষেত্রেও যুক্তি হইল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এতে উপকৃত হইলেও আমেরিকার লাভের লাভ কিছু হয় না। রিপাবলিকান সেনেটর মাইক লি'র সাফ কথা, এ ধরনের সব সংগঠন থেকে বের হইয়া আসা নিয়ে আমেরিকার নতুন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে ট্রাম্পের মসনদে বসিবার এখনও দু'মাস হয়নি। এর মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তা কিছুটা কমিয়াছে। ট্রাম্প এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের 'কল্যাণে' থরহরিকম্প অবস্থা এখন গোটা বিশ্বের। আগামী চার বছরে পরিস্থিতি কী দাঁড়াইবে, তাহা সহজে অনুমেয়।

আমেরিকাকে এক নম্বর' করিতে গিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করিয়াছেন, যাহাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্রটাই বদলাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। ট্রাম্পের রাশিয়া-প্রীতি বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি ওভাল অফিসে ট্রাম্প, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কির বাগযুদ্ধ হইল। ২০২২-এ যে ন্যাটোয় কিভের অন্তর্ভুক্তির দাবি ঘিরিয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সূচনা, সেই ন্যাটোর অস্তিত্বই এখন প্রশ্নের মুখে।জেলেনস্কির 'অপরাধ' হইল, ভান্সের কথামতো বৈঠকে ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পুতিনের নিন্দা এবং ইউক্রেনের হাজারো সমস্যা উত্থাপন। ঠিক ছিল, ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়া চুক্তির প্রসঙ্গ তুলিবেন জেলেনস্কি। নিজের মতো তাহা তাঁহার বলিয়া যাওয়াই কাল হইল। শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে কার্যত বৈঠক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হয় ।যদিও ট্রাম্পের মুখের ওপর কথা বলিবার সাহস, ঔদ্ধত্য দেখাইয়া বিশ্ববাসীর প্রশংসা-করতালি কুড়াইয়াছেন জেলেনস্কি। ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ বহু দেশ ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়া-ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে শান্তিপ্রস্তাবও ওই দেশগুলি তৈরি করিয়াছে। রাশিয়া সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করিতে পারে বলিয়া খবর ।দেরিতে হইলেও জেলেনস্কি বুঝিয়াছেন, বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে তাঁহার ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি। তাই ট্রাম্পকে চিঠি লিখিয়া আমেরিকার প্রতি তাঁর চিরকৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ নিয়া আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিতে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের কথাও লিখিয়াছেন। চিঠি পাইয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুশি বলিয়া প্রাথমিকভাবে মনে হইয়াছিল ।কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ট্রাম্পের রাগ তো পড়েনি, বরং বাড়িয়াছে। ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তিনি। ইউক্রেনের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদানও বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সেলুলয়েডের গল্প, রূপকথা নয়

সুব্রত রায়

বাঙালির গত শতাব্দীর আসলে বাংলা চলচ্চিত্রেরও প্রথম শতাব্দি। কবে যে চলচ্চিত্র প্রথমে ঠিক বাঙালির কাছে এসেছিল সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নথিপত্র হাতের কাছে নেই। বলতে লজ্জা লাগে সবচেয়ে জনপ্রিয় এই গণমাধ্যমের জন্মতিথি কারোরই জানা নেই। চলচ্চিত্রকে তো আমাদের কাছে বিনোদন এর অন্য নাম। তার আবার ইতিহাস। এ রকমই ছিল নাক উঁচু বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের মনোভাব। যদি সিনেমা নিয়ে কথা বলতেই হয় তবে এক ও অদ্বিতীয় সত্যজিৎ রায়, বড়জোর ঋত্বিক কুমার ঘটক বা মৃণাল সেন। উত্তম সুচিত্রার ছবি দেখা যায় কিন্তু লেখা?এ বা তো আমাদের অধ্যাপক মুখরিত বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের নৈব নৈব চ। কিন্তু সুখের বিষয় হালে মনোভাব পাল্টেছে। গণসংস্কৃতির ইতিহাসে যে ধরা পড়ে জনজীবনের চলচ্ছবি একথা জানার পর কেউ কেউ ভাবছেন প্রখ্যাত কালিস মুখোপাধ্যায়ের কাজটা আবার শুরু করা যাক না।

স্টেটসম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সমীক্ষা করে মনে হয় হাজার ১৯১৭ সালের ২০ শে জানুয়ারি প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হয় চৌরঙ্গীর অধুনালুপ্ত রয়াল থিয়েটারে। প্রায় একই সময়ে জানুয়ারি মাসের শেষে বিডন স্ট্রিট এর মিনার্ভা থিয়েটারে অ্যানিমেট গ্রাফ - প্রদর্শনী চলে। এর অল্প পরে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে নিত্য নব রঙ্গে দর্শকদের প্রীতি উৎপাদনের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের তৃতীয় রঙ্গভূমি স্টার থিয়েটার। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্টার হয়তো অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেনি,। কিন্তু এই মঞ্চের বনেদিয়ানা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তায় অন্য একটি মাত্রা যুক্ত করে। স্টারে প্রদর্শন যন্ত্রটির নাম ছিল বায়স্কোপ। এই বাইস্কোপ ই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের স্মৃতিতে চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিশব্দ। টি বাঙালি জীবনের মায়াবন বিহারিনী হরিণী। এই বায়োস্কোপ দেখার সুখস্মৃতি পাওয়া যায়। এই "বায়োস্কোপ" দেখার সুখস্মৃতি পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এর কলমে। সে রাত্রে গ্রাম্য বিভাব নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবং তারপর স্টিফেনসন সাহেবের বায়স্কোপ দেখানো হয়। বায়োস্কোপের পর হয়েছিল মিস নেলি ও মাউন্ট কেসনের সর্প রামধনু নৃত্য। এইসব অলীক কুনাট্য রঙ্গে অমৃতলাল বসু ও তার পৃষ্ঠপোষক বাবু বিবিদের পক্ষে কতদূর উপাদেয় হয়েছিল তা আপাতত আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু তখনও সিনেমাকে সিনেমা হবার সময় আসেনি। চলচ্ছবিকে ভাবা হচ্ছিল আমাদের নাট্যশালার হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের একটি লঘু বিনোদন সূত্র। কখনো কখনো বা ফাদার লা মতো কোনো অধ্যাপক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখাচ্ছেন। আর আমরা দেখছি জনপ্রিয় আঙ্গিকের জনপরিসরে বাংলা সিনেমার ভূমিকা নির্ণয় করতে অবতীর্ণ হয়েছেন এক ও অদ্বিতীয় হীরালাল সেন আঠারোশো ৬৬ থেকে ১৯১৭। সেই কিংবদন্তির অধিক ভাগ্যাহত প্রথম পথিক।

বাঙালির ইতিহাস নেই এজাতীয় আক্ষেপ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। মনে হয় কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। আমাদের ইতিহাস আছে। তবে তা অনাথ বালকের মত। মাঝে মাঝে নতুন জামা কাপড় দিয়ে সাজানো হয় তাকে। কারোর ইচ্ছে হলো তো স্টেশনের নাম পাল্টে গেল। কারোর ইচ্ছে হলো তো বাংলা চলচিত্রে শতবর্ষ পালন করা গেল ২০১৮ সালে। সকলি তোমারি ইচ্ছা। আসলে যে হীরালাল সেন এই উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক বলে আমরা দীর্ঘদিন চায়ের পেয়ালায়, মতান্তরে সুরাপাত্রে তুফান তুলেছি, আমাদের চলচ্চিত্র রসিকরা অনেকেই তাকে দাদাসাহেব ফালকের পূর্বসূরী বলে দাবি করে গেলেন এমনকি চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চ থেকেই বছর পাঁচেক আগে শ্রীযুক্ত অমিতাভ বচ্চন স্বয়ং তাকে প্রবর্তকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেই ইতিহাস চৈতনা হঠাৎ হীরালাল এর শতবর্ষের পরের বছরই মুছে দিতে হলো কেন? হীরালাল এর তো কোন রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। সত্যি বলতে কি ভারতীয় উপমহাদেশে মুক্তি পায় ১৯০৩ সালে। যদিও এর খন্ডাংশ দফায় দফায় শুরু হয়েছিল ১৯০০ থেকেই। অর্থাৎ শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের এই মামাতো ভাই যে আমাদের মন্থর গ্রামীণ সমাজের শিল্পের দিক থেকে আধুনিকতার বকলমে এক ধরনের সক্রিয় কারিগরি হস্তক্ষেপ, তা স্পষ্ট স্বরে বলতে আমাদের সামর্থের অভাব আরো স্পষ্ট। বরং তাঁর যে সুবিখ্যাত গতির চিত্রগুলি রয়েছে, যেমন ১৯০৩ সালের করোনেশন দরবারের চিত্র বা হাজার। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চিত্র অথবা নানা সামাজিক দৃশ্যাবলী। যেমন চিৎপুর রোডের চলমান চিত্র, রাজেন মল্লিকের বাড়ির বিদ্যাবিনোদ-এর আলিবাবা গতি চিত্রায়িত করেছিলেন কিনা তা জানার জন্য। সেখানেও ১৯০০ এক সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে series of super fine pictures for our world renowned play like Ali Baba Buddha Sitaram ete will be produced to the extreme astonishment of awaare patrons, ওই একই বছরে দোসরা ফেব্রুয়ারি দা বেঙ্গলি নামের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন আমাদের জানায়, ও অমরেন্দ্র দত্তের পূর্বোক্ত ক্লাসিক থিয়েটার তার নাট্য প্রদর্শনীর মধ্যে ভ্রমর, আলিবাবা, দোল লীলা, সরলা ইত্যাদি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। চিত্রনির্মাতা বলাবাহুল্য ছিলেন হীরালাল সেন। দুঃখের বিষয় হীরালাল সেনের কারিগরি কুশলতা

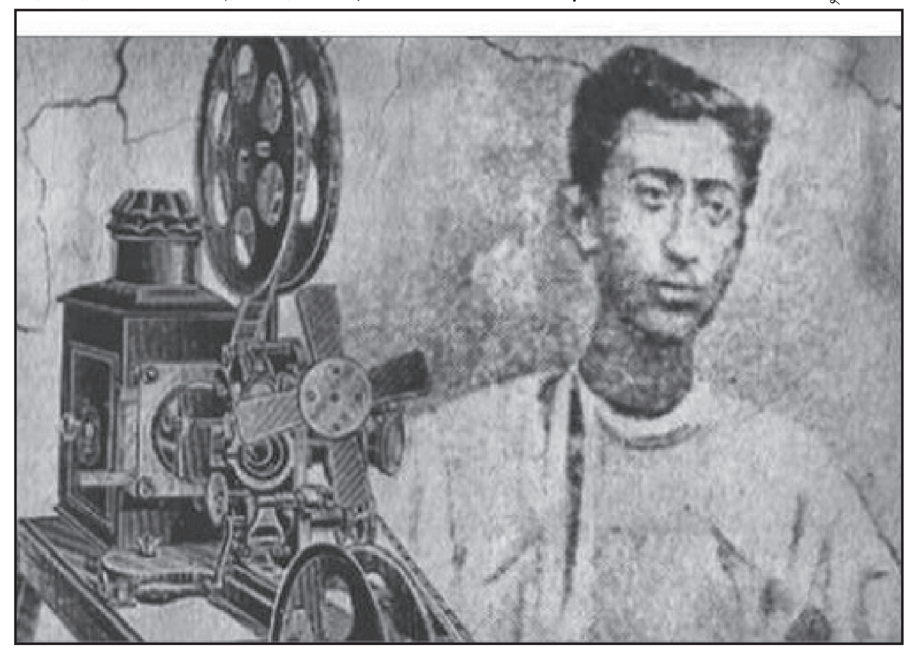

চলচ্চিত্রের জন্ম খন নিয়ে সংশয় এর অবসান হয়নি। মহারাষ্ট্র ও এই বিষয়ে দ্বিধা আছে। রাজা হরিশচন্দ্র মুক্তি পাওয়ার এক বছর আগে ১৯১২ সালের ১৮ই মেয়ে মুক্তি পেয়েছিল শ্রীরামচন্দ্র গোপাল তরুণের তত্ত্বাবধানে তৈরি ২২ মিনিটের ছবি শ্রী পুণ্ডলিক। অনেকে মনে করেন সেটি ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্র। যেমন কলকাতার প্রায় সকলেই দাবি করেন হীরালাল সেনের আলিবাবা বিয়ের সমারোহ এসব উপেক্ষিতই থেকে গেছে। এমনকি এই উপমহাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্রের তিনিই পথিকৃৎ। দমদম আগরপাড়ার বাগানবাড়িতে মিস্টার সেন-এর জবাকুসুম তেলের প্রচার চিত্র তুলেছেন তিনিই। তবু আমরা আলোকচিত্রী, দলিল, বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা হীরালাল সেন বিষয়ে উৎসাহ দেখায়নি। আমাদের যাবতীয় মনোযোগ তিনি বঙ্কিমবাবুর ভ্রমর অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদ থাকলেও ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না। তার বঙ্গ বিরোধী ছবিটি মুহূর্তের অমনোযোগ চলে যায় ম্যাডামদের এলফিনস্টোন বায়োস্কোপের হাতে। একদিন বাধ্য হয়ে নিজের স্বপ্নের ক্যামেরা বিক্রি করেছিলেন বিখ্যাত সুদখোর আংটি মল্লিকের কাছে। তিনি দুহাতে দশটি আংটি পর তেন বলেই এমন সুনাম অর্জন করেছিলেন। অবশেষে ক্যান্সার রোগে এক নিঃসঙ্গ মৃত্যু ।তার মাত্র দু'দিন আগে হাতিবাগানে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার যাবতীয় নির্মাণ। আজ সকলেই বুঝতে পারেন যা পুড়েছিল তা বাংলা সিনেমার কপাল, তা শুধু হীরালাল সেন এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এইসময় দিপালী, নাচঘর বা বায়োস কোপ প্রভৃতি পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি হীরালাল সেন এর কর্মকান্ড। একথা অনস্বীকার্য যে এই এলফিনস্টোন বায়োস কোপ কম্পানি অর্থাৎ ম্যাডাম থিয়েটার্স ১৯১৭ সালে সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র দু'বছর বাদে ১৯১১ সালে বিশ্বমঙ্গল নামে দুটি কাহিনী চিত্র বানায়। শেষোক্ত ছবিটি পুনরুদ্ধার করা গেছে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্ম ক্ষণে ম্যাডাম কোম্পানি ছিল ধাত্রীদেবতা। আন্তর্জাতিকভাবে ইউনেস্কো যখন সিনেমার শতবর্ষ পালন করেছিল তখন কোন দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছিল কি? নাকি ফরাসি দেশের লোমের ভাতৃদ্বয় ১৮৯৫ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করে। সেই তথ্যটি কিন্তু সারা পৃথিবীতে সম্মানিত হয়। আমাদের দেশেও ১৯৯৫ সালে সাড়ম্বরে চলচ্চিত্রে শতবর্ষ উদযাপন হয়েছিল। লুমিয়ের নির্মিত the train arrival of a station বা workers leaving from the Lumiere factory এসবই হীরালাল এর মতই বাস্তব জীবনের নির্বাক, অসম্পাদিত ও টুকরো টুকরো চলমান দৃশ্য। তাহলে বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ হীরালাল সেনের কার্যক্রমের সূত্রে ২০০১ সালে হয়ে গেছে। অলৌকিক সমাপতন যে হীরালালের মৃত্যুর ১০০ বছর কেটে গেল ঠিক ৫ বছর আগে। জীবনানন্দ থাকলে বলতেন, জীবনের মরণের হেমন্তের এরকম আশ্চর্য নিয়ম। খাওয়া হয়ে গেছে বলে এমন অসম্ভব। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহ্য ও ও সংস্কৃতির প্রথম প্রতিভূ হলেন হীরালাল সেন। আমাদের চলচ্চিত্র সংস্কৃতি তার কাছে নত হয়ে আছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রায় নজিরবিহীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স.): সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈঠক ডাকায় ক্যাম্পাসে যান অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র। তাঁর সঙ্গে ছিল কলকাতা পুলিশ! প্রায় নজিরবিহীন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এদিন ঢুকেছে পুলিশের দল। এই ঘটনায় সেখানে উত্তেজনার মাত্রা বাড়ে।

গত ১ মার্চ ওয়েবকুপার সভাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছিল যাদবপুরে তার জন্য এখনও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছে বামছাত্র সংগঠন। আর সোমবার ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকায় আরও উত্তেজনা বাড়ে। বামছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় ও ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়। কার্যত হাত জোড় করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন ওমপ্রকাশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কেন পুলিশ ঢুকবে, সেই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এসএফআই। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে উর্দিধারী পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এদিকে ক্যাম্পাসে যারা ঢুকেছেন তাঁরা সাদা পোশাকে আছেন।

গন্ডগোলের দিন পুলিশ কোথায় ছিল, সেই প্রশ্ন যেমন তুলেছে এসএফআই, তেমনই ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকার ঘটনায় চরম প্রতিবাদও তাঁরা দেখিয়েছে। সূত্রের খবর, সাদা পোশাকের পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে সোজা ওমপ্রকাশ মিশ্রর বিভাগের ঘরে চলে যায়। এরপরই এসএফআই-এর প্রতিনিধি দল তাঁর ঘরে প্রবেশ করে।

যদিও ওমপ্রকাশবাবু সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন, "পুলিশ ঢোকার ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বৈঠকের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শুধু জানিয়েছিলাম যে সোমবার আসব। বাইরে বা ভিতরে কারা আছে, সে সম্পর্কে কিছু জানি না।"

১ মার্চের ঘটনার দিনই খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছিলেন, তিনি শিক্ষাগনে পুলিশি নিরাপত্তা চান না। অথচ সোমবার ওমপ্রকাশ মিশ্র যেতেই বিষয়টি বদলে গেল। এদিন সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে সাদা পোশাকের পুলিশ ছিল।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বক্তব্য, নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এসএফআই-এর দাবি, শাসকদের লোকদের বাঁচাতেই ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকেছে। এদিকে অধ্যাপক মিশ্রকে নিয়েও তাঁদের অভিযোগ শেষ হচ্ছে না।

এসএফআই বলছে, যাদবপুরের ঘটনার দিন বিক্ষোভরত ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করেছিলেন ওমপ্রকাশ! একই সঙ্গে, কয়েকজন ছাত্রের গায়ে হাত তুলতেও দেখা যায়। এই ধরনের অধ্যাপকরা ক্যাম্পাসে ঢুকলে পরিস্থিতি সব সময়ই খারাপের দিকে যাবে বলে দাবি তাঁদের।

তবে ওমপ্রকাশবাবু তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে বলেন, তাঁকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ঘটনার দিন তাঁকেই বরং শারীরিকভাবে হেনস্থা করেছিল পড়ুয়ারা।

মহাবিশ্বের কাণ্ডকারখানা আজব হলেও আজগবি নয়

কৃষ্ণগহ্বরের প্রথম ছবি বলে কথা! এই ইনস্টাগ্রামের যুগে কোনও সেলিব্রিটির প্রথম একঝলক ছবির মতো এর ছবিও সবার মুখের কথা হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্যের ফুলঝুরির অন্ত নেই, আর 'মিম্'-এর মেলা বসে গিয়েছে। কেউ বলছে, 'ইস, ভাল ক্যামেরা থাকলে আরেকটু ফোকাস করতে পারত!' অন্য এক মুনিরর মত, 'না হে, এটা জাল ছবি, কৃষ্ণগহ্বর তো সবকিছু গ্রাস করে নেয় শুনেছি, তাহলে ক্যামেরাটাকে গিয়ে উদ্ধার করল?' শেষমেশ এক তান্ত্রিক সাধুও এই ছবি লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কারও ওপর কৃষ্ণগহ্বরের কুনজরের সুরাহা করতে সত্ত্বও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হোক! বিজ্ঞানী মহলেও জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। এই ছবি তুলতে গিয়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা মিলে কাজ করেছেন যে, তার বিভিন্ন দিকগুলো ব্যাখ্যা করা কোনও একজনের সাধ্য নয়! তাই সাধারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও প্রশ্নের শেষ নেই। আর এর জন্য ঠিক কাকে প্রশংশা করা উচিত---সেটাও পকিষ্কার নয়। অনেক তাত্তিকদের আবার বক্তব্য, এ তো সব জানা কথা, কেউ না কেই একদিন করতই।

এই ডামাডোলে একদল নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানী এক দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছে! কৃষ্ণগহ্বরের তাত্ত্বিক অঙ্ক তো পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তার স্তরের মোটামুটি সব ছাত্রছাত্রীই কষে দেখাতে পারে, কিন্তু এর চাক্ষুষ প্রমাণ করে দেখানো যে কী অসাধ্য সাধনের কাজ---সেটা জানলে সেলাম ঠুকতে হয় এই দলের বিজ্ঞানীদের!

প্রথমে দেকা যাক, 'কৃষ্ণগহ্বরের ছবি' বলতে কী বোঝায়? ছবি তুলতে আলোর দরকার,সেটা আমরা সবাই জানি। অন্ধকারে ফোটো তুলতে গেলে আমরা ফ্ল্যাশ ব্যবহার করি, সেই ফ্ল্যাশের আলো আমাদের মুখের ওপর পড়ে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ক্যামেরায় বন্দি হয়। তবে কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাপার আলাদা। সেটি তো সবকিছু গ্রাস করে, আলোর ও নিস্তার নেই। তাই সেখান থেকে কোনও আলোই প্রতিফলিত হয়ে আসার কথা নয়। ১৯৭৯ সালে জঁ-পিয়ের লুমিনে নামের এক বিজ্ঞানী এই বিষয়ে ভাবতে ভাবতে একটা উপায় খুঁজে পান। তখন আধুনিক কম্পিউটারের কোডের একলাইন লেখা হত। তিনি সেই মান্ধাতা আমলের কম্পিউটার ব্যবহার করেই কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তুললে কেমন দেখাবে, তার একটা আভাস দিয়েছিলেন। তবে তখন তাঁর কথায় অনেকে গুরুত্ব দেননি, কারণ এরকম ছবি তোলারকথা কল্পবিজ্ঞানের মতো মনে হয়েছিল। (হয়তো আরেকটা কারণ ছিল—তাঁর ফরাসি নামের মধ্যে 'আলো' শব্দটা লুকিয়ে আছে, তাই অনেকে মনে করেছিল যে, 'লুমিনে' একটি ছদ্মনাম, আসল নাম নয়!) কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল খুব সহজ। আইনস্টাইনের 'আপিক্ষিক তত্ত্ব' অনুযায়ী যে কোনও বস্ত তার চারিদিকের দেশ বা 'স্পেস' বাঁকিয়ে দেয়। যত বেশি ভারী, তত বেশি তার দুমড়ে-মুচড়ে দেওয়ার ক্ষমতা। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকেও স্পেস বাঁকা। সেই বাঁধা উঠোনে চলতে গিয়ে চাঁদ সোজা যেতে পারে না—আমাদের চারিদিকে আবর্তন করে। কৃষ্ণগহ্বরের বৈশিষ্ট্য হল তার চারিদিকের স্পেস এত বেশি মোচড়ানো যে, একটা দূরত্বে চলে এলে আলোও বেরনোর পথ পায় না। ছবিতে এই সর্বগ্রাসী অংশটুকু কালো রং দিয়ে দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণগহ্বরের সেই মারাত্মক অংশের বাইরের অঞ্চল এত সাংঘাতিকভাবে না হলেও বেশ বাঁকা ।আলো সেখানে এলে বন্দি হবে না, একটু নাকানিচোবানি খাবে, এই আর কী! বিশেষ করে একটি দূরত্ব আছে যেখানে আলো পড়লে একবার তার পিছন থেকে ঘুরে এসে ফিরে আসবে। তার চোরাবালি মার্কা দেশের মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো।

এর ফলে ছবি তোলার একটি উপায় পাওয়া গেল। কারণ এটাও তো এক ধরনের প্রতিফলন ,ছবি তোলার জন্য যা দরকার। অর্থাৎ, কৃষ্ণগহ্বরের ওপর আলো ফেললে তার একটা বিশেষ দূরত্বে আলোর বিন্দুসমূহ দেখা যাবে। এই আলোকিত বিন্দুগুলোর সমাহার দিয়ে তৈরি হবে একটি আলোকিত বলয়। ঠিক বৃত্ত নয়, তবে প্রায় গোলাকার এক বলয়। আর তাতেই নিহিত থাকবে কৃষ্ণগহ্বরের বৃত্তান্ত। একদিক দিয়ে বলা যায়---এটা কৃষ্ণগহ্বরের ছায়ার ছবি। কারণ আমরা যদি ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশের আলো ব্যবহার করি এবং সেই আলো কোনও নিকষ কালো বস্তুর ওপর পড়ে, তখন তার পিছনে যে ছায়া পড়বে সেই অংশটি আমরা কালো দেখব। এখানেও আলোর বলয়ের ভিতরের অংশটি কালো, কারণ, ওখানে কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া পড়েছে। এর জন্যই কৃষ্ণগহ্বরের ছবিটি একটি আংটির মতো দেখতে। কিন্তু তার একদিকে, অন্যদিকের তুলনায় খানিকাট বেশি উজ্জ্বল কেন? তার কারণ যে ফ্ল্যাশের আলো ব্যবহার করে এই ছবি তোলা হয়েছে, সেটার উৎসটাই এমন যে তার একদিক কানিকটা বেশি উজ্জ্বল। কৃষ্ণগহ্বরের সামনে আলোর উৎস হল তার কালো গ্রাসে পড়া পদার্থ। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষের টানে তার ওপর এসে পড়ার আগে পদার্থ চরকির মতো পাক খায়। যতই আকষণীয় বস্তু হোক না কেন, একেবারে সরাসরি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম---কারণ সব পদার্থই ছোটাছুটি করছে, দূর থেকেই তার লক্ষ্য যে এই কৃষ্ণগহ্বর হবে, এমন কথা নেই। তাই প্রথম সাক্ষাতে কাছে এসে তার পথ কিছুটা বেঁকে যাবে, তারপর চরকির মতো ঘুরবে। ঘুরতে ঘুরতে ভিতরেরদিকে পড়বে। মহাকর্ষের টানে যত পড়বে, তত তার তাপমাত্রা বাড়বে। একটি বড় পাথরকে দড়ি দিয়ে ঝোলানোর পর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দীরে দীরে নীচে নামতে দিলে দেখা যায়, আমাদের হাত দড়ির ঘষা গেলে গরম হয়ে উঠছে।

খানিকটা সেরকম ঘটনা কৃষ্ণগহ্বরের কাছেও ঘটছে। ফলে পদার্থ খুব তপ্ত হয়, এবং আলো বিকিরণ করতে শুরু হয়, এবং আলো বিকিরণ করতে শুরু করে। এই হল আলোরে এক উৎস। সাধারণত পদার্থ যখন আলো বিকিরণ করে, সে তার চতুর্দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু যখন পদার্থ পড়িমরি করে প্রায় আলোর গতিবেগে ছোটে তখন তার থেকে নির্গত আলোর বেশিরভাগ সামনের দিকে বেরয়। কৃষ্ণগহ্বরের চারিদিকে তুরকি নাচনে শামিল পদার্থ থেকে যে আলো বেরয়, তার বেশিরভাগ গিয় পড়ছে তার সম্মুখপানে। যেহেতু এই পদার্থসমূহ কৃষ্ণগহ্বরের চারিদিকে ঘুরছে, ফলে তার এক অংশ আমাদের দিকে আলো ফেলছে, অন্য অংশ গিয়ে পড়ছে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। অর্থাৎ যেখানে থেকেই দেখা যাক না কেন, এই চাকতির একদিকের প্রবা অন্যদিক থেকে বেশি। এর নজ্য যে ফ্ল্যাশের আলো বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন, সেটার এক অংশ একটু বেশি উজ্জ্বল।

এছাড়াও আরও কিছু জটিল পদ্ধতিতে আলো বেরয়। কৃষ্ণগহ্বরের গিয়ে পড়ার সময় কিছু পদার্থ দু'দিকে পিনকির মতো বেরিয়ে আসে, যার সঠিক কারণ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। এই দুই পিচকারির মতো বেরনো 'জেট'-র অন্তর্গত পদার্থকণা সেখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ঘূর্ণির মতো ঘোরে, আর এক ধরনের আলো বিকিরণ করে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহার করেই বিজ্ঞানীরা ছবি তুলেছেন। মাইক্রোওয়েভ কেন? অন্য ধরনের আলো নয় কেন? কারণ দৃশ্যমান আলো (নীল থেকে লাল রঙের) ব্যবহার করে কৃষ্ণগহ্বরের ছবি তোলা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত, মহাকাশের ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা গ্যাসপুঞ্জে ঠোক্কর খেতে খেতে পৃথিবীতে আসার পথে সেই আলোর অনেকটাই নানাদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। তারা এসব বাধা সহজে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, দৃশ্য আলোর পরিষ্কার করে দেখতে গেলে যত বন ক্যামেরা দরকার,সেটা বানানো অসম্ভব। স্পষ্ট অসম্ভব। স্পষ্ট করে দেখতে গেলে বড় সাইজের চোক চাই--- তরঙ্গৈদের্ঘ্যের তুলনায় যত বড় চোখ, তত প্রখর তার দৃষ্টি। বাজপাখির চোখ পায়রার চেয়ে প্রায় সাত -আটগুণ বড়, তাই সে অত উঁচু থেকেও স্পষ্ট দেখতে পায়। তাহলে হিসেবে করা দরকার কত বড় চোখ বা লেন্সের প্রয়োজন। আমাদের সবচেয়ে কাচের বিশাল কৃষ্ণগহ্বর বলতে যা আছে, সেটা প্রায় ৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক গ্যালাক্সিতে—যার পোশাকি নাম ---পৃথিবীর আকাশে কন্যারাশির দিকে এর অবস্থান। এর কেন্দ্রে যে একটি রাক্ষুসে কৃষ্ণগহ্বর আছে— সেটা অনেক দিনের জানা। কারণ এর থেকে বেরনো পিচকারির মতো পদার্থ বহুদূরে গিয় পড়ে— একেবারে গ্যালাক্সির বাইরে। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারাখানা ঘটে সেকানে, তাই জ্যোতির্বিদরা এই গ্যালাক্সির রাক্ষসপুরীর ওপর কড়া নজরে রাখেন। বিজ্ঞানীরা অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করেছেন যে, এই কৃষ্ণগহ্বরের ভর সূর্যের চেয়ে প্রায় ৬৫০ কোটি গুণ বেশি। ভরের হিসেবে অনুযায়ী এই কৃষ্ণগহ্বরের ছায়া-ছবির যে আলোকিত বলয় হবে, সেটা পৃথিবী থেকে দেখা আর কলকাতায় বসে লন্ডনে রাখা খবরের কাগজ পড়া একই কথা। এজন্যই লুমিনে-র কথা এক সময় কল্পবিজ্ঞানের বিষয় মনে হয়েছিল।

এবং সেই প্রায় অসাধাদ্যসাধন করে দেখিয়েছেন এই দামাল বিজ্ঞানী দল। তাঁরা এমন একটি বড় দূরবিন ব্যবহার করেছেন, যার সাইজ হল পুরো পৃথিবী। এখানেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কেরামতি। বিশ শতকের চারের দশকে যখন তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষমায় রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করতে শুরু করেন, তাঁরা বুজতে পারেন যে, একটি দূরবিনকে খুব বেশি বড় করে বানানোর প্রযুক্তিগত বাধা আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে এনএসইউআইয়ের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হারাঙ্গাজাওয়ে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম ৬০টি দোকান ও নয়টি বসতবাড়ি

হাফলং (অসম), ১০ মার্চ (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তের মধ্যে ৬০টি দোকান ও নয়টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্ম হয়ে গেছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত হারাঙ্গাজাওয়ে আজ সোমবার ভোররাত তিন থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ।

আজ ভোররাত তিন থেকে সাড়ে তিনটা নাগাদ হারাঙ্গাজাও বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিতত হয়েছে। ভোররাত হওয়ায় বাজারের সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। অগ্নিকাণ্ডে হারাঙ্গাজাও বাজারের ৮০ শতাংশ দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাজারজুড়ে। এতে মোট ৬০টি দোকান এবং নয়টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণরূপে ছাই হয়ে গেছে।

এর মধ্যে বেশ কয়েকটি রান্না গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে আগুন তীব্র রূপ ধারণ করে। যার দরুন দোকান এবং বসতবাড়ির কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হারাঙ্গাজাওয়ের অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীকে। খবর পেয়ে একটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় খবর দেওয়া হাফলং এবং শিলচরের অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে। খবর পেয়ে চারটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পর ছুটে আসে শিলচর এবং হাফলং থেকে দমকল বাহিনী। কিন্তু ততক্ষণে হারাঙ্গাজাও বাজারের ৬০টি দোকান এবং নয়টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

অগ্নিনির্বাপণ বাহিনীর জওয়ানরা আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রায় চার ঘণ্টার কসরতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন অগ্নিনির্বাপণের জওয়ানরা।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডে সবকিছু খুইয়ে স্ত্রী-সন্তান-বাবা-মাকে নিয়ে পথে বসেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলি। আগুনের করাল গ্রাস থেকে কিছুই রক্ষা করতে পারেনি ওই পরিবারগুলি।

ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, ভোররাত হওয়ায় সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আগুনের সংস্পর্শে এসে একের পর এক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে সৃষ্ট বিকট শব্দে তাঁদের ঘুম ভাঙে। তাঁরা দেখেন আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র বাজারকে গ্রাস করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় কারও পক্ষে কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকার ওপর হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের কারণ বের করতে তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছে, বিদ্যুতের শটসার্কিটের দরুন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা গৃহহারা হয়েছেন তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে হারাঙ্গাজাও নামঘরে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর হাফলং থেকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা, ডিমা হাসাও জেলা বিজেপির সভাপতি ধৃতি থাওসেন ঘটনাস্থল হারাঙ্গাজাও বাজারে গিয়েছেন। ভস্মীভূত বাজার পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে সবধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখতে জেলা দুর্য্যোগ মোকাবিলা দফতরের কর্মকর্তারা হারাঙ্গাজাওয়ে গিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডে বাজির দোকানে আগুন, মৃত্যু ৫ জনের, শোকপ্রকাশ বিরোধী দলনেতার

গাড়োয়া, ১০ মার্চ (হি.স.): গাড়োয়া জেলার রাঙ্কা ব্লকের আতসবাজির দোকানে ভয়াবহ আগুন লেগে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ঝাড়খণ্ডের বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি। বিরোধী দলনেতা বাবুলাল মারান্ডি বলেন, গাড়োয়া জেলার রাঙ্কা ব্লকের আতসবাজির দোকানে আগুন লাগায় পাঁচজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঈশ্বর প্রয়াতদের আত্মার শান্তি দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন। তিনি আরও বলেন, জেলা প্রশাসন যেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য দ্রুত সহায়তা নিশ্চিত করে। আতসবাজির দোকানগুলি যেন খোলা স্থানে সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে চালানো হয়, সেই নির্দেশিকা জারি করা উচিত।উল্লেখ্য ,ঝাড়খণ্ডের গাড়োয়া জেলায় আতসবাজির দোকানে আগুনে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃত ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের বয়স অনেকটাই কম। সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাঙ্কা থানার অন্তর্গত একটি বাজির দোকানে আগুন লেগে যায়। ওই দোকানের ভিতরে আতশবাজি মজুত ছিল। গাড়োয়ার ডেপুটি কমিশনার শেখর জামুয়ার বলেছেন,

সংসদে প্রশ্ন : সামুদ্রিক জীবনের সংরক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : সামুদ্রিক জীবন সংরক্ষণ রণকৌশলের রূপায়ণ এবং তত্বাবধানের উন্নতি করতে ভারত সরকার নীতি কাঠামোর সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির মিশ্রণ ঘটাচ্ছে। উপগ্রহ চিত্র, দূর সংবেদী প্রযুক্তি এবং স্বয়ংচালিত জলের তলায় চলাচলকারী যান যেমন সি-বট ব্যবহার করা হচ্ছে, সমুদ্রের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে যেমন- সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা, নুনের পরিমাণ, জলের গুণমান এবং প্রবালের স্বাস্থ্য। এই প্রযুক্তিগুলি আগাম সতর্ক ব্যবস্থাকে সাহায্য করে প্রবালের জন্য পরিবেশ সুরক্ষায়, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে নীতি রূপায়ণে, বেআইনি মাছ ধরা রুখতে এবং প্রবাল প্রাচীরের তত্বাবধান ও মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়াজ (এমপিএ)-কে সাহায্য করতে।

ভারতে কৃত্রিম প্রাচীর স্থাপন সামুদ্রিক পরিবেশের পুনরুদ্ধারে, জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে একটি চলতি প্রক্রিয়া এবং সুস্থায়ী মাছ ধরাতে সাহায্য করতেও এটি কার্য্যকর। স্বাভাবিক আবাসস্থল বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আবাসস্থলের উন্নতিতে এই কৃত্রিম প্রাচীরের ব্যবহার। প্রবাল পুনরুদ্ধার এবং প্রতিস্থাপনে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

জেডএসআই-এর নেতৃত্বে ভারতে বৃহত্তম প্রবাল প্রতিস্থাপন প্রকল্পের মধ্যে আছে ইন্টারটাইডাল এবং সাবটাইটাল অঞ্চল থেকে ১৬,৫২২টি প্রবাল গুজরাতের নারারা-র আশেপাশে পুনঃস্থাপন। এছাড়াও ২০০০ কোরাল সিমেন্ট ফ্রেম (কৃত্রিম প্রাচীর) এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা যায়। মৎস্য দপ্তর ১১টি উপকূলবর্তী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ৯৩৭টি কৃত্রিম প্রাচীর অনুমোদন করেছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই)-য় ১৭৬.৮১ কোটি টাকা লগ্নি করা হবে সামুদ্রিক জীবনের পুনরুদ্ধারে। গ্লো লিটার পার্টনারশিপ প্রোগ্রামে ভারত অন্যতম অগ্রবর্তী দেশ। এই কর্মসূচিটি ইন্টান্যাশনাল মেরিটাইন অর্গানাইজেশন (আইএমও)-এর। জাহাজ চলাচল এবং মৎস্য ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্য বিষয়ে দেশগুলিকে সাহায্য করতে। এটি রূপায়িত হচ্ছে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন অফ ইউনাইটেড নেশনের অংশীদারিত্বে।

ভারত জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে এবং এই বিষয়ে একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওসান ইনফরমেশন সার্ভিসেস উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রবালের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আগাম সতর্ক বার্তা দেয় যাতে প্রবালের জন্য পরিবেশ সুরক্ষায় এবং জলবায়ু সহনশীল করে তোলার প্রয়াসে সহায়তা হয়। কোরাল ব্লিচিং অ্যালার্ট সিস্টেম (সিবিএএস)জলের ওপরে তাপমাত্রার সমীক্ষা করে। সিবিএএস থেকে প্রাপ্ত তথ্য তিন দিন অন্তর দেওয়া হয়। জেডএসআই ভারতের জলে কঠিন প্রবাল প্রজাতির ওপর ব্লিচিং-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা করেছে।

উন্নত মানের ক্লাইমেট মডেলিং ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে জেডএসআই কার্য্যকরী সংরক্ষণ কৌশল তৈরি এবং সময়মতো হস্তক্ষেপ বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে।

ফিসারি সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এফএসআই) মাছের সংখ্যা, বিভিন্ন ধরনের প্রজাতির অবস্থিতি এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর তাপমাত্রার ওঠা-নামার প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে।

সামুদ্রিক পরিবেশে পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সুস্থায়ী মাছ ধরার কাজে মৎস্যজীবীদের সাহায্য করে এফএসআই। এছাড়া সচেতনতা কর্মসূচি এবং শিক্ষামূলক উদ্যোগ নেয় যার থেকে উপকূল এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে জলবায়ু সহনশীল মাছ ধরার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থায়ী জীবন জীবিকার জন্য বিকল্প আয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক পরিমণ্ডলের সংরক্ষণে সিএসআইআর - ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওশানোগ্রাফি (সিএসআইআর-এনআইও), ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ওশান টেকনোলজি (এনআইওটি), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (আইএনসিওআইএস) এবং সেন্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিএমএফআরআই)-এর মতো শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তৈরি প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে সামুদ্রিক জীবনের জন্য সংরক্ষণ রণকৌশলে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

ই-শ্রম পোর্টালে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রায় ৩০ কোটি ৬৮ লক্ষ শ্রমিক নাম নথিভুক্ত করেছেন; এদের মধ্যে মহিলা শ্রমিক ৫৩.৬৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য জাতীয় স্তরে একটি সর্বাঙ্গীন তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ২০২১ সালের ২৬ অগাস্ট ই-শ্রম পোর্টাল eshram.gov.in — এর সূচনা করে। এই পোর্টালে যাঁরা নাম নথিভুক্ত করবেন, তাঁদের সকলকে আধার নম্বর দিতে হবে। পোর্টালে নাম তোলার পর সংশ্লিষ্ট সকলে একটি ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর পাবেন। গত ৩ মার্চ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এই পোর্টালে ৩০ কোটি ৬৮ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মহিলা - ৫৩.৬৮ শতাংশ।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭১১ জন, ত্রিপুরার ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৯৫ জন, আসামের ৭৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৪১ জন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৩২ হাজার ৯৮৪ জন তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

বাজেট ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতে ই-শ্রম পোর্টালে সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য ২০২৪ — এর ২১ অক্টোবর ই-শ্রম ওয়ানস্টপ সলিউশন — এর সূচনা হয়েছে। এর ফলে, অসংগঠিত শ্রমিকরা এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারলে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৩টি বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাবেন। এগুলি হ'ল — প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডার্স আত্মনির্ভর নিধি বা পিএম-স্বনিধি, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম, মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা এমজি-নারেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা --- গ্রামীণ, আয়ুষ্মান ভারত --- প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা --- আর্বান, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ মান ধন যোজনা।

ই-শ্রম পোর্টাল যাতে সহজেই ব্যবহার করা যায়, তার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ৭ জানুয়ারি ভাষিনী প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এখন ২২টি ভারতীয় ভাষায় এই পোর্টাল থেকে তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়াও, ২৪ ফেব্রুয়ারি ই-শ্রম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। এর ফলে, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন। এই পোর্টাল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্য্যালোচনা বৈঠক করা হয়। ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস এবং স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের পর ই-শ্রমে নতুন নতুন কাজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পেনশন প্রকল্পে নাম নথিভুক্তকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানদান পোর্টালের সঙ্গে এই পোর্টালকে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, দ্বাছত্বত্রদ্বত্র পোর্টালের সাহায্যে এই পোর্টালের ব্যবহারকারীরা নানা প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য জানতে পারবেন। এখানে নাম নথিভুক্ত করতে রাজ্য স্তরের সেবা কেন্দ্র এবং কমনসার্ভিস সেন্টারের সাহায্য নেওয়া যাবে। পাশাপাশি, উমঙ্গ অ্যাপ থেকেও নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকছে।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী শোভা করন্দলাজে।

বিচারপতি বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ (হি.স.): বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক। অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁকে ওই দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মু। ফলে নিয়ম অনুয়ায়ী, ২০৩১ সালে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ২৭ জুন তিনি কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

NIT NO: e-PT-53/W/EE/RDAD/2024-25 Dt.28/02/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 21/03/2025 for 1 (one) no work of 'Construction of Guest House cum Officers Training Centre at Agartala under R.D. Agartala Division, West Tripura during the F.Y. 2024-25' worth 13.71 Crore. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4284/25

Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

One Time Financial Support (2nd Installment for the Academic Year 2023-24) - সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত অ-উপজাতি খ্রিস্টান, অ-উপজাতি বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জন্য যে সকল ছাত্র/ছাত্রী কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৩ - ২৪ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে শর্ত সাপেক্ষে সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তর থেকে এককালিন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতিমধ্যে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পাওয়ার জন্য বর্ধিত সময়সীমা আগামী ১১/০৩/২০২৫ হইতে ১৩/০৩/২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদির প্রত্যায়িত নকল সহ আবেদন পত্র সংখ্যালঘু কল্যান দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(১) নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণের প্রমানপত্র (pass Certificate of 1st year course i.e. 1st & 2nd Semester Mark sheet or Admit card of 2nd Semester) এবং দ্বিতীয় বর্ষের ভর্তির নিদর্শন (original Bonafide & Fees stucture) (২) Ration Card (৩) Aadhaar Card (৪) Xerox copy of Bank statement.

উক্ত বর্ধিত সময়সীমার পর কোনো আবেদন পত্র জমা রাখা হবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না । বিস্তারিত বিবরনের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট (minoritieswelfare tripura.gov.in) এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

দূরভাষ - ০৩৮১ - ২৩০০০৮৩

অধিকর্তা

ICA/D-1982/25

সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

PNIe-T NO:- 175/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25 Dated: 28/02/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of T.K Elevator make Lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:

SL.NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	Bid Fee	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Repairing & servicing of 06(Six) passenger lift traction type 408 Kg capacity elevator upto G+3 level at Helen Keller Memorial Rest House, Opp. IGM Hospital, Agartala, West Tripura during the year 2024-25. DNIeTNo.103/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2024-25.	RS 4,08,414.00	RS,8168.00	Rs 1000.00	150(One Hundred Fifty) days	Up to 15.00 Hrs On 14/03/2025.	At 15.30 Hrs On14/03/2025.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Tender is called under AMC area.
4289/25
ICA/C-4289/25

**Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala**

PRESS NIET. NO. 06/EE/DWS/AMP/2024-25 Dated. 24/02/2025

The Executive Engineer, DWS Division, Amarpur, Gomati, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC / MES / CPWD/ Railway / P&T / Other State PWD/ Registered Vehicle Owner (for sl. No .1)/Central & State Sector undertaking a for the following works :-

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No.19/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 3,69,840.00	₹ 7,397.00
1	DNIeT No.68/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 32,58,999.00	₹ 65,180.00
1	DNIeT No.76/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 8,60,541.00	₹ 17,211.00
2	DNIeT No.77/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 13,90,694.00	₹ 27,814.00
3	DNIeT No.78/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 17,60,740.00	₹ 35,215.00
4	DNIeT No.79/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 18,93,686.00	₹ 37,874.00
5	DNIeT No.80/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 17,60,740.00	₹ 35,215.00
6	DNIeT No.81/DNIeT/EE/DWS/AMP/2024-25	₹ 17,60,740.00	₹ 35,215.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 18-03-2025
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur at 15:30 on 18-03- 2025 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Amarpur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division /Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-4277/25

**sd/-
(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer DWS Division, Amarpur**

Press Notice Inviting Tender No. 03/EE/WRID/AGT/2024-25,Dated, 05th March, 2025

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from owner or enlisted contractors / Firms / Agencies / Manufacturers / Bonafied Suppliers / Authorized Dealer of Tripura PWD in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and P&T for Hiring of Mahindra & Mahindra Bolero/ Scorpio (Petrol / Diesel) in FORM 8 (eight) for the work:

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Hiring of 1(one) no. "M&M Bolero/ Scorpio" (BS-VI) commercial Petrol/Diesel vehicle model not earlier than 2020 along with Driver for the office of the Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, Kunjaban, Agartala for the year 2024-25. (3rd Call) DNIT. No.01/EE/WRID/AGT/2024-25	Rs 1,43,520/-	Rs 2870.00/-	03 (three) months

Earnest money should be deposited in any schedule Bank of India guaranteed by the RBI in the shape of "Deposit-at-Call" or Demand Draft (with 3 months validity) in favour of The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD(WR), Kunjaban, Agartala, West Tripura.

Tender forms can be obtained on or after 06/03/2025 at 3:00 PM from the office of the Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD (WR), Kunjaban, Agartala, West Tripura on payment of Rs. 1000/- (Rupees One thousand) only in cash (Non-Refundable) for Sl. No.1 on any working days during office hours up to 3:00 PM on 19/03/2025 on submission of separate written application along with documentary proof (in a shape of photocopy attested by Gazetted Officer), PTCC/STCC, PAN (Permanent Account Number) card issued by the Income Tax Department, Govt. of India, Vehicle Registration issued by the Transport Department, Govt. of Tripura, valid Commercial permit issued by the Transport Department and upto date Road Tax Clearance certificate. Receipt of application for issue of tender forms will be stopped on 18/03/2025 at 3:00pm and issue of tender forms will be stopped on 19/03/2025 at 3:00PM. Tender(s) can be sent through Registered Post / Speed post or dropped in the tender boxes at the office of the Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD (WR), Kunjaban, Agartala, West Tripura well within the last date for receipt of the tenders i.e. on 20/03/2025 up to 3:00PM. Sealed tender(s) received shall be opened by The Executive Engineer, Water Resource Investigation Division, PWD(WR), Kunjaban, Agartala, West Tripura in presence of intending tenders and other contractors who may like to be present at 3:30 PM on 20/03/2025, if possible.

The tender of the contractors who do not deposit the earnest money in the manner prescribed above, will be summarily rejected.

ICA/C-4271/25

**For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. M. Majumder)
Executive Engineer
Water Resource Investigation Division,
Kunjaban, Agartala.**

**SHORT PRESS
NOTICE INVITING e-TENDER NO. 22/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 Dated. 07/03/2025**

The Executive Engineer, PWD(R&B) LTV Division, Manu, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' percentage rate e-tender for the following works:-
i). DNIe-T No:- 42/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25 (2nd Call)
E/C:- 20,02,133.00 E/M:- . 40,043.00 Time/Period :- 60(sixty) days
ii). DNIe-T No:- 47/EE/LTV/PWD(RSB)/M/2024-25
E/C:- 19,23,022.00 E/M:- . 38,460.00 Time/Period:- 60(sixty) days
iii). DNIe-T No:- 48/EE/LTV/PWD(R&B)/M/2024-25
E/C:- 19,38,464.00 E/M:- 2. 38,769.00 Time/Period:- 60(sixty) days
Last date & time for online Bidding:- 13/03/2025 upto 3.00 P.M
Bid Fee:-. 1,000.00
Note:- The Bid Forms & other details in/c. online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-4298/25

**(For & on behalf of the Governor of Tripura)
Executive Engineer
L.T Valley Division, PWD(R&B)
Manu Dhalai, Tripura**

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the under signed invite sealed tender / Quotation from the Bonafide firm / Registered forms / Manufacturers / Authorized dealers / Govt. Contractors for supply of different types of Stationary items /goods during the financial year 2025-26 for 9th Battalion TSR(IR-IV).
02 Tender form, List of items, Terms & Conditions for Supply of stationery article may be collected from the Office of the Commandant, 9th Battalion TSR(IR- IV), Hichacherra, Jolaibari, Santirbazar, South Tripura during office hours in any working day up to 18/03/2025 on cash payment of Rs. 200/- (Nonrefundable) being the cost of above documents. For further details login to the website www.tripura govt.nic.in.
03 The tender will be received up to 20/03/2025 at 1500 hours and will be opened on 21/03/2025 at 1600 hours.
ICA/C-4268/25

**Commandant
9th Battalion TSR(IR-IV)
Hichacherra, South Tripura**

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জিমে নয়, বাড়িতেই শুরু হোক শরীরচর্চা

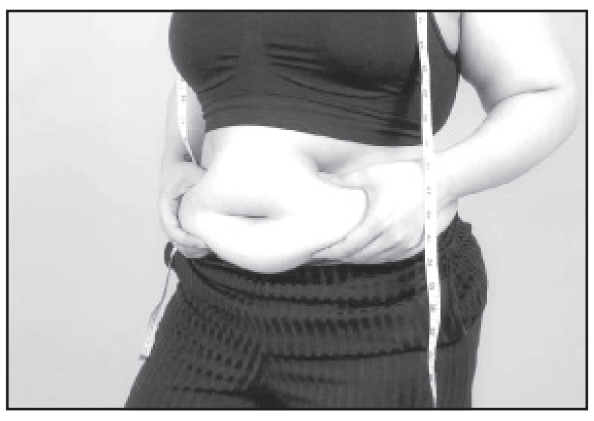

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়!

এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড়নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট থেকে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে?

১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম।

২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে। ৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা "অ্যাবস" তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড

একদিন নিয়মের বাইরে খাবার খেলেই গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়। একটু তেল, মশলাদার খাবার খেলেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর দিতে থাকে। মাঝেমধ্যে গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড। কিন্তু প্রায় দিনই যদি গ্যাস-অম্বল, বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তখন মুঠো মুঠো অ্যান্টিসিড খাওয়া মোটেই ভাল নয়। চিকিৎসকদের মতে, গ্যাস-অম্বল এড়াতে রোজ রোজ অ্যান্টিসিড খাওয়ার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। বরং, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিসিড খেলে হিতে- বিপরীতও হতে পারে। এক্ষেত্রে বদহজমকে ঘরোয়া উপায়ে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজে নেওয়া দরকার। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং শরীরচর্চার দ্বারা গ্যাস-অম্বলের সমস্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার সঙ্গে এই ৬ উপাদানের সাহায্যে পেট ফোলা-বুক জ্বালার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

আদা: আদার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা খাবার হজমে সাহায্য করে। পাশাপাশি বদহজম, বুক জ্বালার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। যেদিন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তখন এক টুকরো কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। কিংবা আদা দিয়ে চা খেতে পারেন।

অ্যালোভেরা: অ্যাসিডিটির কারণে শরীরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়, তা থেকে মুক্তি দিতে পারে অ্যালোভেরা। তাছাড়া নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করলে আপনি বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এই পানীয় শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

ক্যামোমাইলের চা: মানসিক চাপ ও অনিদ্রা অনেক সময় বদহজমের সমস্যা ডেকে আনে। এক্ষেত্রে রাতে খাবার খাওয়ার পর এক কাপ ক্যামোমাইলের চা পান করুন। এই চা স্নায়ুর উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি গলা- বুক জ্বালার সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

বেকিং সোডা: অ্যান্টাসিড খাওয়ার বদলে বেকিং সোডার সাহায্য নিন। এই উপাদান পেটের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস কমাতে অ্যান্টাসিডের মতোই কাজ করে। তবে, বেকিং সোডা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার: ওজন কমাতে অনেকেই অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের সাহায্য নেন। অম্লধর্মী হলেও অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার অ্যাসিডিটির সমস্যাকে দূর করতে সহায়ক। সকালবেলা খালি পেটে এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করুন। এর চেয়ে বেশি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

মৌরি: মুখশুদ্ধির জন্য অনেকেই ভারী খাবার খেয়ে মৌরি খান। মৌরি চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে বদহজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। মৌরি পেটে অ্যাসিডিটির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

এইডস প্রতিরোধে করণীয়

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ক সংকটগুলোর একটি হলো এইডস। এই মারণব্যাধির জন্য দায়ী এইচ আই ভি ভাইরাস। ইউ এন এইডস এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন মানুষ এইডস আক্রান্ত। প্রতিদিন এইডসে গড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সাড়ে ৫ হাজার মানুষ। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ এ প্রাণঘাতী রোগে মারা গেছেন।

১৯৮০ সালে প্রথম এই ভাইরাস ছড়াতে শুরু করে বলে জানা যায়। প্রাণঘাতী ব্যাধি এইডস সম্পর্কে সবারই কমবেশি ভুল ধারণা আছে। এ কারণেই এইডস রোগীকে খারাপ চোখে দেখে সমাজ। সবার ধারণা থাকে, এই রোগটি হওয়ার মূল কারণ হলো অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক!

তবে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াও একাধিক কারণ আছে এইচআইভি পজেটিভ হওয়ার। এইডসের জন্য দায়ী 'হিউম্যান ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস' (এইচআইভি) নামের রেট্রোভাইরাসটি। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য দেহ রসেই একমাত্র বেঁচে থাকে এই ভাইরাস।

এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমনকি সর্দি-কাশিকেও আটকাতে পারে না শরীর। ফলে 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম' বা এইডসের প্রভাবে মৃত্যু অবধারিত হয়ে ওঠে। যদিও এইচআইভিতে আক্রান্তদের বাঁচাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চেষ্টার শেষ নেই। চলছে একের পর এক গবেষণা।

এইডস কীভাবে ছড়ায়? নারী বা পুরুষ কারও যদি শরীরে এই ভাইরাস থাকে, তাহলে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যজনের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই রেট্রোভাইরাস।

কনডম ব্যবহার করলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এমন ধারণাও ঠিক নয়। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের সময়ে কনডম ফুটো হয়ে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। ইঞ্জেকশন নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করা না হলে দ্রুত এই ভাইরাস অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এইডসে আক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর দেহে এই ভাইরাস প্রবেশ করে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ২ মিনিটে একটি শিশু এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। আধুনিক কিছু ওষুধে এই রোগে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সে সব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্বে নেই। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সুস্থ ব্যক্তির দেহে ভুলবশত ব্যবহার হলে তা থেকে রোগ ছড়ায়। এইচআইভিতে আক্রান্তদের মাড়ির ক্ষত ও দেহের ক্ষত থেকে নিঃসৃত লালা ও রস থেকে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে।

এইডস প্রতিরোধে করণীয় আপনি যদি এইচআইভিতে ভোগেন, তাহলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। আপনার কারণে যাতে পরিবারের অন্য কেউ মারাত্মক এই রোগে আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এর পাশাপাশি নিয়মিত চেকআপ করুন। আপনি যদি এইচআইভি'র সংস্পর্শে ভুল করেও আসেন, তাহলে পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস ব্যবহার করুন।

এক্ষেত্রে প্রথম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিইপি গ্রহণ করার মাধ্যমে এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে ২৮ দিন ওষুধ খেতে হবে। প্রতিবার শারীরিক সম্পর্কের সময় নতুন কনডম ব্যবহার করুন। এইচআইভি থাকলে যৌন সঙ্গীকে আগেই জানান। না হলে আপনার ভুলে তিনিও আক্রান্ত হতে পারেন। ইনজেকশন গ্রহণের সময় পরিষ্কার সুঁই ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করুন। এইচআইভি পজিটিভ অবস্থায় আপনি যদি গর্ভধারণ করেন তাহলে শিশুর শরীরেও এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে আপনি যদি গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করেন, তাহলে আপনি ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকবেন। ৮. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের সুন্নতে খৎনা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ১৯৮৮ সাল থেকে এইডসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে এ দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

দারুচিনির দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

শুধু খাবারে স্বাদ বাড়ানোর জন্য দারুচিনি ব্যবহার করেন। এছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না, ভাবছেন? ভুল ভাবছেন। আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে এই মশলা আপনার অনেক কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই সকালবেলা খালি পেটে উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করেন। একইভাবে, আপনি লেবুর জলের বদলে দারুচিনির জল পান করলে বেশি উপকার পাবেন। এতে মেদ গলবে, পাশাপাশি একাধিক উপকারিতাও মিলবে। ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে দারুচিনি। মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে: দারুচিনির মধ্যে থার্মোজেনিক উপাদান রয়েছে, যা দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মশলার মধ্যে থাকা উপাদান দেহে তাপ উৎপন্ন করে এবং হজম হওয়া খাবার থেকে ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি মেটাবলিজমের উপর প্রভাব ফেলে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দারুচিনি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। রক্তে সুগার লেভেল বশে থাকলে মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে। আর এতে ওজনও বশে থাকে। এটি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী।

খিদেকে নিয়ন্ত্রণ করে: দারুচিনির গন্ধ মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে এবং এটি মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করে। দারুচিনি যুক্ত খাবার খেলে মনে হয় পেট ভরে রয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়।হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে: প্রাচীনকাল থেকে হজমের জন্য দারুচিনি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মশলা বদহজম, পেট ফোলা এবং খাবার খাওয়ার পর শারীরিক অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়। আপনার হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকলে এটি দেহে পুষ্টি শোষণে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্য উন্নত হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়।পুষ্টিতে ভরপুর: দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে, দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে রোগের ঝুঁকি কমায়।

শরীরকে ডিটক্সিফাই করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া - দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও বাড়ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না করা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই বাচ্চাদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সপ্তাহে যদি ৩ বারের কম পায়খানা হয় কিংবা মলত্যাগ করতে গেলে কষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছোট বয়স থেকে এই সমস্যা থেকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় সবসময় যে ওষুধ খাওয়ালেই পায়খানা হবে, এমন অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে না তোলাই ভাল। তার চাইতে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবেন এবং মলত্যাগে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে জোর দিন।ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন: বাচ্চা যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তাহলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। গোটা শস্য, ফল ও শাকসবজি রাখুন ডায়েটে। ফাইবার মলকে নরম করে এবং এতে মলত্যাগে কোনও কষ্ট হয় না।

হাইড্রেট রাখুন: হাইড্রেশন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। খেয়াল রাখুন যে আপনার সন্তান পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করে। হাইড্রেশন মলকে নরম করে দেয় এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফলের রস এবং তরল জাতীয় খাবার খাওয়ান বাচ্চাকে।

প্রোবায়োটিক সাহায্য করতে পারে: প্রোবায়োটিক হজম স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে বাচ্চাকে দই খাওয়াতে হবে। টক দই খেতে না চাইলে আপনি ফলের সঙ্গে দই মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলুন: ছোট বয়স থেকে রোজ মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট টয়লেট সিটে বসানোর অভ্যাস করুন। ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় এবং রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

সকালবেলার রুটিন: প্রতিদিন সকালে বাচ্চাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিন। পাশাপাশি ৪-৫টা ভেজানো কিশমিশ খাওয়ান। প্রয়োজনে আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও গরম দুধে ঘি মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আয়ুর্বেদের মতে, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যদি গ্যাস, বদহজমের জন্য বাচ্চার মলত্যাগে সমস্যা হয়, তাহলে রাতে পেটে হিং মালিশ করুন। এতে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমবে।

ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে আরো বিপদ হতে পারে

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিন। দেহে প্রোটিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আপনি যদি আগেভাগেই প্রোটিন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তাহলেই মুশকিল। প্রোটিন এমন একটি পুষ্টি যা, পেশির বিকাশের বাইরেও ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে, টিস্যু মেরামত করতে এবং মেজাজকে উন্নত করতে সাহায্য করে। ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণ থেকে প্রোটিন গঠিত হয়। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে নানা রোগ দেখা দিতে পারে, যা ইউরিক অ্যাসিডের সমান বা তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে। মাসল মাস প্রোটিন: পেশির গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। তাই দেহে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনার পেশিও দুর্বল হয়ে পড়বে। পেশির কার্যক্ষমতা কমে যাবে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা-যন্ত্রণা বাড়বে। ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে: দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়লে দেহে সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি বেড়েছে। প্রোটিন দেহে অ্যান্টিবডি গঠনে সাহায্য করে, যা সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই প্রোটিন গ্রহণ কমালে রোগ বাড়বে। ক্ষত নিরাময় হবে দেরিতে: কোনও কাঁটাছেঁড়া বা ক্ষত ও আঘাত সারাতে কোলাজেন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোলাজেন হল এক ধরনের প্রোটিন যা নতুন কোষ গঠনে ও ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হলে কোলাজেনও গঠন হবে না এবং ক্ষত সারতেও সময় নেবে। দুর্বলতা: পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন না থাকলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কায়িক শ্রম করার মতো ক্ষমতা থাকবে না। সারাদিন ঘুম পাবে এবং কাজ করার এনার্জি থাকবে না। পাশাপাশি রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়বে এবং মেটাবলিজম দুর্বল হয়ে পড়বে। চুল, ত্বক এবং নখের সমস্যা: ত্বক, চুল ও নখ গঠনে সাহায্য করে কোলাজেন, ইলাস্টিন ও কেরাটিন। এই তিনটিই হল প্রোটিনের প্রকারভেদ। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়া, নখ ভেঙে যাওয়া এবং ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেজাজ পরিবর্তন হওয়া: যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রনে প্রোটিন গঠিত হয়, এটি একাধিক নিউরোট্রান্সমিটারকে সংশ্লেষণ করে। এটি সেরোটোনিন, ডোপামিনের মতো 'হ্যাপি হরমোন' নিঃসরণে সাহায্য করে যা মেজাজকে উন্নত করে। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে মুড সুইং, বিরক্তি এবং একাধিক মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টেরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়া মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টেরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুঝেশুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতেই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে। কোলেস্টেরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে। আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস- ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এককাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে। সেখানে সাদা চালের মধ্যে ফাইবার একেবারেই থাকে না। রান্না করা ব্রাউন রাইস এক কাপ খান। সঙ্গে ডাল, স্যালাড, সবজি বেশি করে খানকুইনোয়া- কুইনোয়া সম্পূর্ণ গ্লুটেন মুক্ত একটি শস্য। এর মধ্যে ভিটামিন বি অনেকটা পরিমাণে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এককাপ রান্না করা কুইনোয়াতে ৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ওটস- ওটসের মত ভাল খাবার আর দুটো হয় না। এর মধ্যে থাকে বিটা গ্লুকান। যা কোলেস্টেরলের শোষণ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও থাকে ফাইবার, গ্লুকোজ। যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রোজ নিয়ম করে ওটস খান। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরাও খেতে পারেন। এতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সোমবার আগরতলায় শ্রম মন্ত্রির উপস্থিতিতে শ্রম দিবস পালিত হয়।

অসম বাজেট ২০২৫-২৬, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপরেখা, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১০ মার্চ (হি.স.) : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অসম বাজেট রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রূপরেখা বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার। আজ সোমবার বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ এ বছরের বাজেট পেশ করার পর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা মুখ্যমন্ত্রীয়ে বলেন, আজ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ পেশ করেছেন তা দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন, যা বিগত বছরগুলির প্রগতির ভিত্তিতে অসমকে উন্নয়নের নতুন পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''বিকাশ এবং ঐতিহ্য'' রক্ষার মন্ত্র হচ্ছে চলতি অর্থবর্ষের বাজেটের অন্যতম মূল আধার।

ড. শর্মা বলেন, নাগরিককেন্দ্রিক সুশাসন ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে মূলধন খাতে ৩৮,৭৫৯.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বলেন ৮৫ শতাংশ আবণ্টিত বাজেট ব্যবহারের সঙ্গে নতুন বিকাশ এবং প্রগতির লক্ষ্যে অসম যে উপনীত হয়েছে, তা দেখে আমি আনন্দিত। এই হার উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলি সময়মতো এবং সুচারুরূপে সমাপন যে হচ্ছে তা দর্শিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের মোট ব্যয় এখন ১.৫৫ লক্ষ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে। তাছাড়া অসমের মোট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধি হার ১৩ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ১০ শতাংশের বেশি।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আজ ঘোষিত বাজেটে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করে অসমের উন্নয়নকে নতুন গতি দেবে এবং এক মজবুত অর্থনীতির ভিত গড়ে তুলতে অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শুরু করে প্রোটন থেরাপি কেন্দ্র, একটি নির্দিষ্ট ওটিটি (ওভার-দ্য-টপ) প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত অসম বাজেটে উদ্ভাবনীমূলক তথা বাস্তবসম্মত প্রকল্প রূপায়ণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আর্থিকভাবে পশ্চাদপদদের জীবন-ধারনের মান উন্নীত করতে এবারের বাজেটে বেশ কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উদ্যোগ ৪.০-এর জন্য অসমকে প্রস্তুত করার পাশাপাশি আমাদের যুবশক্তি তথা নারীশক্তির সম্ভাবনাবলি প্রদর্শন করতে এবারের বাজেট এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এমন এক জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ এবং তাঁর বিভাগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।

আগামী ১ মে (২০২৫) থেকে ঘরোয়া এবং জীবনধারা গ্রাহকদের জন্য ১২০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ওপর প্রতি ইউনিটে ১ টাকা করে রেহাই দেওয়া হবে বলেও সাংবাদিক সম্মলনে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যজুড়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন আমাদের অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি জানান, আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য বিশেষ আবণ্টন দিয়েছি।

এগুলির মধ্যে অন্যতম মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রতিরোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা এক অনন্য পদক্ষেপ 'বনমিত্র অভিযান' চালু করেছি।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ন্যূনতম সমর্থিত মূল্যের ওপর আর্থিক সাহায্য প্রদান করে আমাদের অন্নদাতাদের এক শক্তিশালী সমর্থন প্রদান করব। তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা এখন থেকে পাবেন ২,৫৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল ধান, ২,৪৭৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল আখ, ৬,৪৫০ টাকা মূল্যে প্রতি কুইন্টাল সরষে। আমরা আমাদের ঐতিহ্যমূলক স্মারক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য ৪২০ কোটি টাকা আবণ্টন দিয়েছি।

'অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০''-এর পর অসম এখন বৃহৎ প্রকল্পের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য উত্তম গন্তব্যস্থল হয়ে পড়েছে। আমরা বিনিয়োগকারীদের অসমে বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছি। আমরা চলতি বছর ২০২৫ সালকে 'বইয়ের বর্ষ' হিসেবে উদযাপন করছি এবং যুব লেখক-লেখিকা এবং বইমেলাকে সমর্থন করছি। পাশাপাশি সরকারি কোনও অনুষ্ঠানে বইকে আনুষ্ঠানিক উপহার হিসেবে প্রদানের এক প্রয়াস গ্রহণ করেছি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকারি কর্মচারীরা হচ্ছেন আত্মনির্ভর অসম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং তাঁদের অবদানকে সম্মান জানাতে আমরা কর্মচারীদের ওপিএস এবং ইউপিএস সুবিধাবলি কল্যাণমূলক কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। আমরা রাজ্যের ৬০ লক্ষের বেশি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে বিনামূল্যের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কার্যসূচি সম্প্রসারিত করেছি। আগামী অক্টোবর থেকে আমরা আমাদের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে অধিক সমর্থন প্রদান করতে সুলভ মূল্যের দোকানে ভরতুকি হারে অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রদান করব, বলেন তিনি।

৬.৮ লক্ষ চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে আমরা ৫,০০০ টাকা করে এককালীন অনুদান প্রদান করার পথে এগোচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের উদ্যোগী সমর্থন প্রকল্প 'মুখ্যমন্ত্রীর আত্মনির্ভর অসম অভিযান' অব্যাহত রাখতে ৭৭৩ কোটি টাকার আবণ্টন করেছি। এক লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১.২ লক্ষ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ বছর আরও ৪০ হাজার নিয়োগ ব্যবস্থা করা হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভোটের এক বছর আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স.): রাজ্য বিজেপিতে 'ধাক্কা'। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল বিজেপি ছেড়ে সোমবার তৃণমূল ভবনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক শিবিরে যোগ দিলেন।

বস্তুত, এ বার সরাসরি 'ভাঙন' শুভেন্দু অধিকারীর ঘরেই। ভোটের প্রস্তুতিতে এক বছর আগে থেকেই কোমর বাঁধা শুরু হচ্ছে বলে যখন দাবি করছে বিজেপি, তখন দল ছেড়ে তৃণমূলে চলে গেলেন তাদের বিধায়ক।

রাষ্ট্রপতি গুরু জাম্ভেশ্বর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ হরিয়ানার হিসারে গুরুঃ জাম্ভেশ্বর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গড়ে তুলতে হবে। আর, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে হবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির সুফল যাতে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করতে দেশ জুড়ে সুষম ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রয়োজন। এই কাজে গুরুঃ জাম্ভেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহর থেকে আসায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিজ নিজ অঞ্চলে শিক্ষার গুরুত্ব এবং সুশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন, তার জন্য তিনি তাঁদের পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতকে আন্তর্জাতিক জ্ঞান ভাণ্ডারের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উন্নতমানের গবেষণার প্রয়োজন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করা হচ্ছে, যেগুলি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনক্যুবেশন, স্টার্টআপ, পেটেন্ট জমা দেওয়া এবং গবেষণার জন্য পৃথক বিভাগ থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরফলে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগের আগ্রহ তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

শ্রীমতী মুর্মু ছাত্রছাত্রীদের বলেন, শুধুমাত্র জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। চেতনা, পরদুঃখকাতরতা এবং সহনশীলতার মতো মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষাই সকলকে সচেতন করে তোলে। শিল্পোদ্যোগের মানসিকতা গড়ে উঠলে বিভিন্ন সুযোগকে চিহ্নিত করে নানা ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সৃজনশীল মানসিকতাকে কাজে লাগানো যায়। নানা ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সামাজিক নানা সমস্যার যেমন সমাধান করা যায়, পাশাপাশি সমাজের উন্নতিতে প্রয়োজনীয় অবদানও রাখা সম্ভব। চাকরি পাবার মানসিকতার বদল ঘটিয়ে কী করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে তিনি পড়ুয়াদের পরামর্শ দিয়েছেন। এই মানসিকতা তৈরি হলে সমাজকল্যাণে তাঁরা তাঁদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন --- ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, যাঁর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই গুরুঃ জাম্ভেশ্বরজি ছিলেন একজন মহান সন্ন্যাসী ও দার্শনিক। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবনাচিন্তা করা, নৈতিক জীবনশৈলী এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃত। প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং সকল প্রাণীর প্রতি করুণা ও দয়া প্রদর্শনের উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। আজ আমরা যখন পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজছি, তখন গুরুঃ জাম্ভেশ্বরের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও সমাজ গঠনের কাজে ব্রতী হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

AGARTALA MUNICIPAL SCHOOL
(West, Joynagar, Agartala)

Date : ....

আগরতলা পুরনিগম
আগরতলা
আগরতলা মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২০২৫-২৬ইং শিক্ষাবর্ষে আগরতলা পুরনিগম পরিচালিত পশ্চিম জয়নগর, দশমীঘাটস্থিত আগরতলা মিউনিসিপ্যাল স্কুলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভর্তির জন্য আগরতলা পুরনিগম এলাকার বসবাসকারী স্থায়ী নাগরিকদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:-

কে.জি.-I-এ ভর্তির বয়স ১-৪-২০২৫ইং অনুযায়ী ৩ ১/২ বৎসর থেকে ৪ ১/২ বৎসর।

আগ্রহী পিতা-মাতা / অভিভাবক-অভিভাবিকাগণকে আগামী ১৪, ১৭, ১৮ই মার্চ মধ্যে সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সময়সীমায় ৫টাকার বিনিময়ে ভর্তির আবেদনপত্র স্কুল থেকে সংগ্রহ করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

যথাযথ পূরণ করা আবেদনপত্র আগামী ২১শে মার্চ এবং ২৪শে মার্চ, ২০২৫ইং স্কুলে জমা নেওয়া হইবে। ভর্তির আবেদনপত্র নেওয়ার সময় অবশ্যই **Birth Certificate** সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

লটারীর মাধ্যমে ভর্তির প্রয়োজন হলে, তা পরে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর - অস্পষ্ট
ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
আগরতলা মিউনিসিপ্যাল স্কুল
পশ্চিম জয়নগর, দশমীঘাট, আগরতলা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 25/EE/WRD-I/e-tender/2024-25.
Dated:- 28/02/2025.

The Executive Engineer,, W.R Division No-I, Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central of appropriate class on 20-03-2025 upto 3:00 PM & Tender may likely to be opened on 21-03-2025 at 4:00 PM, if possible for the following works:-

SL No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 119/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 7,86,448.00	₹ 15,729.00	03 (Three) months
2	DNIeT No: 120/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 7,92,088.00	₹ 15,842.00	02 (Two) months
3	DNIeT No: 121/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 7,79,471.00	₹ 15,589.00	02 (Two) months
4	DNIeT No: 122/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 9,66,349.00	₹ 19,327.00	02 (Two) months
5	DNIeT No: 123/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 8,30,160.00	₹ 16,603.00	02 (Two) months
6	DNIeT No: 124/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 9,67,760.00	₹ 19,355.00	02 (Two) months
7	DNIeT No: 125/EE/WRD-I/DNIeT/2024-25	₹ 9,56,013.00	₹ 19,120.00	03 (Three) months

1. Last date & time for online Bidding:- 20/03/2025 upto 3:00 PM.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID:- 21/03/2025 at 4:00 PM (if possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal
https://tripuratenders.gov.in
Note:- For all details, clauses, terms and condition, etc. may be seen in the DNIeT.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-4291/25

(Er. Arindam Chakraborty),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-I,
Kunjaban, Agartala, Tripura

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:17/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated : 01/03/2025**

The Executive Engineer, Division NO-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online percentage rate bids, on open bidding format for following works:

Sl. No	DNIeT No	Estimated cost	Earnest Money	Time of completion
1	D.N.I.E.T No. 40/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.14,55,335/-	Rs.29,107/-	90(Ninety) Days
2	D.N.I.E.T No. 41/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.9,70,551/-	Rs.19,411/-	60(Sixty) Days
3	D.N.I.E.T No. 52/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs.7,28,127/-	Rs.14,563/-	45 (Forty five) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding : **14-03-2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of Bid : **14-03-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)**
3. Bid forms and other details can obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/-Illegible
(*Er Sujay Chaudhury*)
Executive Engineer
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Mechanical Division, Ramnagar Rd. No-9, Agartala
Phone – 0381-2330010, e-mail: mechdivision.amc@gmail.com

F.672/Mech. Div./AMC/2024/9613-15 **Dt. 05/03/2025**

E-Tender Notice

Press Notice Inviting No. 02/PNIT/Mech. Div./AMC/2025, Date: 05/03/2025

E-Tender is invited by the Executive Engineer, Mech. Div. AMC for the following supply

Sl No.	Name Equipment / Machinery	Quantity in Rs.	Application Fees in Rs.	EMD in Rs.	Date of Opening of Technical Bid
1	Supply of 7490 GVW-TATA LPT 712 BS6 OBD II Equivalent of any make chasis mounted 3000 ltrs cesspool vehicle for Teliamura Municipal Council.	1	Rs. 5000.00	Rs. 100000	14/03/2025 at 6 PM

The tender details shall have to be downloaded from website http://tripuratenders.gov.in from 05/03/2025 for online bidding. The bidders must possess digital signature certificates for submission of bids through online in the above website. Bids must be submitted online on or before 5.30 p.m. on 17/03/2025, Bids received online shall be opened on 17/03/2025 at 6 p.m. in the office of the Executive Engineer (Mechanical). If the date of the opening happens to be a holiday, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue. Subsequent corrigendum / addendum if any shall be only available in tender site only. EMD & Application fees should be paid as per online bidding procedure. The Agartala Municipal Corporation reserves all the rights to cancel the whole tendering process without assigning any reasons thereof.

Sd/-Illegible
(Er. Chinmoy Chakraborty)
Executive Engineer (Mech.)
Agartala Municipal Corporation

আগরতলা পুর নিগম
ভৌজি বিভাগ
আগরতলা

পুর বিজ্ঞপ্তি

F.No.-2/Touji/AMC/2014/923 তারিখ: ৭/৩/২০২৫

চৈত্র মেলা ২০২৫ ইং উপলক্ষে আগরতনা পুরনিগমের পক্ষ থেকে সকল সম্মানিত ব্যবসায়ীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, চৈত্র মেলা ২০২৫ ইং অনুষ্ঠিত হইবে সূর্য চৌমুহনী হইতে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী (শকুন্তলা রোড), শিশু উদ্যান বিপনী বিতানের সম্মুখে (দক্ষিণ দিক) এবং শিশু উদ্যান (পুকুর পাড়) চৈত্র মেলা ০১ এপ্রিল ২০২৫ ইং হইতে ১৪ এপ্রিল ২০২৫ ইং পর্যন্ত চলবে (১৪দিন)।

এই উপলক্ষে ব্যবসায়ী বৃন্দকে অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১৯ মার্চ ২০২৫ ইং তারিখ আবেদন পত্র বিলি করা হইবে (সকাল ১১:০০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত) আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত সেন্ট্রাল জোন অফিসে এবং আগামী ২৬ মার্চ ২০২৫ ইং তারিখে উক্ত শাখায় আবেদন পত্র জমা নেওয়া হইবে (সকাল ১১:০০ হইতে দুপুর ৩:৩০ টা পর্যন্ত)। সকল আবেদনকারীকে নিজ নিজ নাগরিক প্রমান পত্রের প্রতিলিপি সাথে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
সহায়ক মিউনিসিপাল কমিশনার
সেন্ট্রাল জোন,
আগরতলা পুর নিগম

ORDER UNDER SECTION 163 BNSS

WHEREAS, reliable report has been received that there are apprehensions of the infiltration of miscreants and anti social elements in the border areas of Belonia and Sabroom Sub-Division under South Tripura with intention to commit crimes and disturbance of internal security and public tranquility.

AND

WHEREAS, cross border smuggling related activities have also been reported during last three months and there is apprehension of such illegal activities in near future, which may lead to disturbance peace and public tranquillity

AND

WHEREAS, I am satisfied that there are sufficient grounds to impose restrictions Under Section 163 BNSS 2023 for ensuring peace and tranquillity by preventing anti social elements and activities of associations inimical to safety and security of General Public and for preventing Law & Order problem in border areas.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred Under Section 163 BNSS 2023, I Mrs. Smitha Mol M.S., IAS, District Magistrate & Collector, South Tripura hereby prohibit movement of people and vehicles within 500 (five hundred) meters of Indo-Bangladesh International Border of Belonia and Sabroom Sub-Division of South Tripura from 20:00 Hours to 05:00 Hours.

i. Assembly of more than four persons during the period from 20:00 Hours to 05:00 Hours of following morning is prohibited.
ii. Movement of general public and vehicles in the area mentioned in the schedule during the period from 20:00 Hours to 05:00 Hours of the following morning without valid permission of the SP South Tripura, SDM Belonia or SDM Sabroom is prohibited.
iii. Prohibition for Unauthorized procession or unlawful assembly of 5 or more persons and carrying arms/other instruments which can be used as weapons including sticks and stones in an around 5 kms from the IB.
iv. Prohibition on movement of the cattle whether on foot or vehicle should be up to 500 mtrs from the IB for any purpose between first light to last light including grazing.
v. Prohibition on carrying of variety of essential goods in quantities beyond normal consumption purposes such sugar, flour, rice, paddy, wheat, wheat products, kerosene oil, mustard oil, coconut oil, fertilizers, textile goods, iron & steel articles, beedies leaves, machine parts, baby food, cycle parts, salt, tea, tyre & tube, all kind of dry batteries, petrol & diesel, raw jute, dal/pulses, cattle, sheep/goat, cement, beetle nuts, cosmetic items, milk powder, cigarette, condi ments, liquor/beer, fish, dry/fresh fish, beef, wild life species, razers & blades, coal, medicines/ drugs, synthetic drugs, ganja, wooden logs, mobile phones etc. which are usually carried by the miscreants to smuggle in huge quantity in any particular area within distance up to 01 Kms.
vi. Prohibition on the functioning of the Haats/ Bazaar/Shops between 20.00 hrs to 06.00 hrs in proximity to IB up to 1 K.M.
vii. Prohibition on the ferry services shall be imposed between last light to first light in trans-boundary rivers.

HOWEVER, the prohibitory order shall not be applicable to the-

1. Movement of Military/Paramilitary force and State Police Personnel engaged to maintenance of law and order duty.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P South Tripura District and SDMs of Belonia or Sabroom Sub-Division.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties.
4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.

Any persons violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of BNS, 2023.
In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquillity, this order is passed ex-parte.
The above restriction shall come into force **with effect from 08th March, 2025 to 07th June, 2025** in the areas covered under the schedule below:

SCHEDULED

The strip of area falling within 500 (Five Hundred) meters along Indo- Bangladesh international Border of entire Belonia and Sabroom Sub-Division of South Tripura.
Given under my Seal and Signature on this day of 06th March, 2025.

Sd/- Illegible
District Magistrate & Collector
South Tripura, Belonia

ICA/D/1986/25

ভ্যাটের উদ্যোগে মৌমাছি প্রতিপালন প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ মার্চ:এই সময়ের মধ্যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রায় প্রতিনিয়ত সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সংমিশ্রণে বিকল্প অর্থনৈতিক কাজগুলোকে গতি প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত।

একই রকমভাবে আজ থেকে কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ ঘিলাতলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওয়াতিলং পাড়া জে বি স্কুলে সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার ৩০ জন মৌমাছি প্রতিপালনে ইচ্ছুক পুরুষ মহিলাকে নিয়ে দুই দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। জানা গেছে ব্লক এলাকায় ৩০০ জন সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য নাবার্ডের সহযোগিতায় রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা ভলানটারি হেলথ এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা কাজ করছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন বলে উপস্থিত সংস্থার কর্মীদের বক্তব্য। বিশেষ করে আগামী দিনে নিজেদের অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজের পাশাপাশি মৌমাছি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে যাতে করে স্বনির্ভরতার রাস্তা খোঁজা যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই আয়োজন বলে উপস্থিত সংস্থার কর্মীদের বক্তব্য। খবর নিয়ে জানা গেছে এই সংস্থা নাবার্ডের সহযোগিতায় ব্লক এলাকার দক্ষিণ ঘিলাতলী , পশ্চিম কুঞ্জবন এবং রজনী সর্দার পাড়ায় কাজ করছে। মূলত শুকর প্রতিপালন, মৎস্য প্রতিপালন, ফলের বাগান তৈরি করা, মৌমাছি প্রতিপালন, হাঁস প্রতিপালন ইত্যাদি অর্থনৈতিক কাজে সংস্থা সরাসরি সহযোগিতা যেমন করছে, ঠিক এর পাশাপাশি সময় সময় স্বাস্থ্য শিবিরের মত বিভিন্ন আয়োজনও নজরে পড়ছে।

তপ্ত যাদবপুরে এবার দেওয়ালে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ১০ মার্চ (হি.স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান লেখা ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। এর আগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে বিতর্কও বেধেছিল।বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেটের কাছে লেখা হয়েছে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান। মুক্ত প্যালেস্তাইনেরও দাবি জানানো হয়েছে। এই দেওয়াল লিখনের নিচে লেখা রয়েছে অতি বাম ছাত্র সংগঠন পিডিএসএফ-এর নাম। আর এই দেওয়াল লিখন ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন নম্বর গেট দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে পড়ে টেকনোলজি ভবন। সেই ভবনের দেওয়ালের গায়েই ''আজাদ কাশ্মীরে''র ডাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেনারেল সম্পাদক তীর্থরাজ বর্ধন এই বিষয়ে তোপ দেগে বলেন, যেহেতু যাদবপুরে পুলিশের ঢোকার অনুমতি নেই, তাই দেশবিরোধীরা নিজেদের আস্তানা বানিয়ে রেখেছে যাদবপুরকে। কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। আজাদ কাশ্মীরের দেওয়াল লিখন নিয়ে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, "এই পোস্টার যে কেউ দিয়ে থাক না কেন, অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করা উচিত। ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই প্রশ্নে কোনওভাবেই কোনও সমঝোতা উচিত নয়। এই সঙ্গে তিনি বলেন, যাদবপুরকে কেন্দ্র করে যে প্রচার করা হচ্ছে, তাতে যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে কোনও বিজেপি এজেন্ট একাজ করে গিয়েছে কি না, সেটাও দেখতে হবে। ছাত্র রাজনীতির নাম করে কেউ বিচ্ছিন্নতাবাদীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না, সেটাও দেখতে হবে।" রবিবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, "যাদবপুর তো চিরদিনই মাওবাদীদের আখড়া। ক্যাম্পাসের ভিতরে কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। কিছু পুরনো লোক রয়েছে, যারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আর যারা নতুন ছেলেমেয়েরা যায়, তাদের ওখানে মাথা খাওয়া হয়। দিল্লিতে ওরকম চলেছিল, আজ হিম্মত নেই কিছু করার।" দেশবিরোধীদের কীভাবে ঠান্ডা করতে হয়, জেএনইউ-তে তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেছিলেন দিলীপবাবু।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পানীয় জলের সংকটে জেরবার জনজীবন, ভগবাননগরে বিক্ষোভ

আগরতলা, ১০ মার্চ : ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুই ও তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা দীর্ঘ এক মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিবাদস্বরূপ, সোমবার সকালে কৈলাসহর-ধর্মনগর জাতীয় সড়কে ভগবান নগর এলাকাবাসী বিক্ষোভে অংশ নেন।বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী জনতার অভিযোগ, দীর্ঘ দীর্ঘ এক মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন তারা। পঞ্চায়েত প্রধানকে এই বিষয়ে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলে এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার। এজন্যই সকাল ৯টা থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। অবরোধের ফলে সড়কপথে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে এবং ভোগান্তি বাড়ে। দুপুর নাগাদ বুথ সভাপতির আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ভগবান নগর এলাকার জনগণ। এলাকার বুথ সভাপতি আপাতত তাদের জলের ব্যবস্থা করে দেবো বলে ৫আদের আশ্বস্ত করেন। তবে, তাদের দাবির প্রতি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি গুরুত্বপূর্ন আহ্বান জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

১৫ দফা দাবিতে গণডেপুটেশন চার বামপন্থী সংগঠনের

আগরতলা, ১০ মার্চ: শাসকের দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে ফের শক্তি বাড়াচ্ছে সিপিএম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ ১৫ দফা দাবিতে গর্জি সাব জোনাল অফিসে গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে চার বামপন্থী সংগঠন।আজ সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক মজুরি ৬০০ টাকা করা, সরকারি শূণ্য পদ পূরণ করা, বিদুৎ-পানীয় জল এবং রাস্তা ঘাটের সমস্যা সমাধান করা সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে। এরই প্রতিবাদে ১৫ দফা দাবিতে গর্জি সাব জোনাল অফিসে গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে চার বামপন্থী সংগঠন।

রাজ্যের প্রথম বেসরকারি তদন্ত ও পরামর্শকারী সংস্থা 'সমাধান' - এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ: রাজ্যে প্রথমবারের মতো বেসরকারিভাবে 'সমাধান' নামক এক তদন্ত ও পরামর্শকারী সংস্থার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে আজ। যেসব মানুষ কোনোকিছু আইনি সহযোগিতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চায় সেই বিষয়ে সহযোগিতা করবে সমাধান নামক এই তদন্ত শলাপরামর্শকারী সংস্থা। এই সংস্থা পরিচালনা করছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সুব্রত চক্রবর্তী সহ ৭ জনের একটি ''ল'' ফার্ম।

শুধু তাই নয়, এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি প্রদানেরও কাজ করবে। যে সব নাগরিক তাদের পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য পুলিশকে না জড়িয়ে সমস্যার সমাধান করতে চায় সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে কাজ করবে এই সমাধান কেন্দ্র। উল্লেখ্য দেশের বড় বড় শহরে এই ধরনের সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো এ ধরনের সংস্থা আত্মপ্রকাশ করেছে।

জাল সার্টিফিকেট দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার দায়ে তিনজনকে ৪ বছরের জেল

আগরতলা, ১০ মার্চ: জাল সার্টিফিকেট দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার দায়ে তিনজনকে চার বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই আদালত।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক সিবিআই আইনজীবী বলেন, ওমেন ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি নামে এনজিও জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশন থেকে ভারত সরকারের বিভিন্ন স্কিমের অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে ত্রিপুরা ব্যাম্বু মিশনের মার্কেটিংয়ের এক কর্মকর্তা। পরবর্তী সময় দপ্তরের সন্দেহ হওয়ায় এনজিও'র নথিপত্র তদন্ত করে দেখা যায় সবগুলি জাল। সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের পক্ষ থেকে এনজিও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই মামলা সিবিআইয়ের হাতে যায়। তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ মোট ৪৮ জনের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে সিবিআই আদালতে দপ্তরের এক কর্মকর্তা সহ তিনজনকে চার বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। সাথে জরিমানারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুরে ট্রেলারের সঙ্গে মিনিবাসের সংঘর্ষে আহত ৫

দুর্গাপুর, ১০ মার্চ(হি.স.) : সাতসকালে দুর্গাপুরে ট্রেলারের সঙ্গে মিনিবাসের সংঘর্ষে আহত হলেন ৫ জন যাত্রী। সোমবার সকালে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার ডিপিএল প্রশাসনিক ভবন মোড় এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিটি সেন্টার থেকে দুর্গাপুর স্টেশন বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল ওই মিনিবাসটি। ডিপিএলের প্রশাসনিক ভবন মোড়ের কাছে রাস্তার পাশে থাকা একটি ট্রেলার রাস্তার উপর ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিনিবাসটি ট্রেলারের সামনে গিয়ে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড ধাক্কায় মিনিবাসের সামনের কাচ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে এবং সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাসের সামনের দিকে বসে থাকায় ৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে দুর্গাপুর কোকওভেন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি সরিয়ে যানজট মুক্ত করে পুলিশ। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাম যুব সংগঠনের

● আটের পাতার পর

রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আরও আলোচনা করে তিনি বলেন, আজকের এই প্রতিবাদ মূলত জনগণকে সচেতন করার জন্য, যাতে তারা বিজেপি সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

উদ্বোধনে মন্ত্রী রতনলাল নাথ

● আটের পাতার পর

হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

মন্ত্রী এদিন কৃষকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, "যেসব কৃষক এখনও পর্যন্ত পাওয়ার টিলার বা অন্যান্য কৃষি যন্ত্র পাননি, তাদের কাছে এবার সমস্ত আধুনিক কৃষি সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে কৃষিজমি কোনোভাবেই খালি রাখা যাবে নাকিছু না কিছু চাষ করতেই হবে।" বক্তব্যের শেষে তিনি এক কৃষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করেন, যিনি বছরের পর বছর প্রখর রোদ কিংবা বৃষ্টির মধ্যেও চাষাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন। মধুবনের মধু' ব্র্যান্ডের উদ্বোধনের পর মন্ত্রী রতনলাল নাথ ঘোষণা করেন, "এই উদ্যোগ যাতে আরও প্রসারিত হয়, তার জন্য ধর্মনগর শহরে একটি স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র (স্টল) গড়ে তোলা হবে। এতে উদ্যোক্তারা তাদের মধু বাজারজাত করতে পারবেন এবং স্বনির্ভরতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবেন।"

তিনি আরও বলেন, "মধুর চাহিদা সর্বদাই থাকে, কারণ এটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। আমি অন্যান্য কৃষকদেরও উৎসাহিত করব যাতে তারা কোনো না কোনো ফসল উৎপাদন করেন এবং কৃষিক্ষেত্রে আরও উন্নতি ঘটান।"

এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরার অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হলো, যা ভবিষ্যতে আরও বহু মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মায়েদের 'রত্নগর্ভা সম্মাননা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১০ মার্চ: এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশালগড়ে আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ত্রয়ী। বিশালগড়ের একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে এক প্রাঞ্জল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এগারোজন মাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সামাজিক ও কর্মজীবনে নিজেদের সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করা সন্তানদের গর্ভে ধারণ করা সেসব মায়েদের 'রত্নগর্ভা সম্মাননা' প্রদান করে ত্রয়ী। যাদের সন্তানরা শিক্ষা ক্ষেত্র সামাজিক, রাজনৈতিক,ক্রীড়া, প্রশাসনিক তথা জন পরিষেবা ক্ষেত্রে নিজেকে এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করে তাদের মা বাবাকে গর্বিত করেছেন। নিজেদের এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের প্রথম বছরে বিশালগড়ের এমন দশ জন রত্নগর্ভা মা''দের এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

একই সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্য তথা দেশের সোনার মেয়ে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারের মা গৌরি কর্মকারকে 'রত্নগর্ভা সম্মাননা২০২৫ 'এ ভূষিত করে ত্রয়ী। এছাড়া বিশালগড়ের যেই দশ কৃতি সন্তানের মায়েদের রত্নগর্ভা সম্মাননা প্রদান করা হয় উনারা হলেন বিধায়ক সুশান্ত দেবের মা শ্রীমতি সতী দেব। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক এর মা শ্রীমতি রিনা বণিক, ত্রিপুরা রঞ্জি দলের দুই ক্রিকেটার বিশালগড়ের দুই কৃতি সন্তান বিক্রম দাস ও পারভেজ সুলতানের মা যথাক্রমে মিনা রানি দাস ও নার্গিস আক্তার। সম্মাননা প্রদান করা হয়

বিশালগড়ের আরেক কৃতি সন্তান রাজ্যের এক উচ্চ পদস্থ আমলা হাবিবুর রহমানের মা আমেনা বেগমকে। যোগায় আন্তর্জাতিক স্তরে কৃতিত্ব অর্জনকারি পূজা বণিকের মা শ্রীমতি মিত্রা বণিক, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থর মা রিনা প্রভা পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সতির চেয়ারপারসান অতসী দাসের মা পরসি দাস। শিক্ষাবিদ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মা নিভা ননি ভট্টাচার্যকেও রত্নগর্ভা সম্মাননা ২০২৫ এ সম্মানিত করা হয়। ত্রয়ী সংগঠনের স্রষ্ঠা বিশালগড়ের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রসেনজিৎ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিকে গৌতম ঘোষ এবং বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। এক ব্যতিক্রমী আয়োজনে বিশালগড়ে এই অনুষ্ঠান সবার নজর কাড়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারে আনন্দ ব্যক্ত করেন। সমাজে নারীদের যোগ্য সম্মান প্রদানে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যাবশ্যক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এখনো যখন সন্তানদের পরিচিতি তাদের পিতার নামেই হয়ে থাকে সেই স্থানে মায়েদের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া সত্যিই প্রশংসার দাবি রেখে।

কমলপুর ডিডাব্লিউএস এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর অফিসে অনিয়মিত সময়ে তালা খোলা

কমলপুর, ১০ মার্চ : কমলপুর ডি ডব্লিউ এস এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের ডিভিশন অফিসে তালা খোলার সময় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একদিন নয়, বরং দিনের পর দিন দপ্তরের তালা খোলা হয় দপ্তরের কর্তার মর্জিমাফিক, কখনো বেলা পৌনে ১২টা, কখনো ১২টা নাগাদ।

আজ সোমবারও অফিস খোলার সময় ছিল অনিয়মিত। ডিভিশন অফিসে কর্মচারীরা সময়মতো উপস্থিত হলেও গেটের তালা খোলা হয় ঘড়িতে যখন বেলা ১২টা বাজতে ০৫ মিনিট বাকি। জানা গেছে, দপ্তরের এক্সিকিউটিভ অফিসার অফিসে নেই। কর্মচারীরা জানান, তিনি আমবাসা অফিসে মিটিংয়ে গিয়েছেন।

দপ্তরে থেকে জানা গেছে, ডিভিশন অফিসের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গত শুক্রবার বিকালে আগরতলা নিজের বাড়িতে চলে গেছেন। তার ফিরে আসার সময় গড়িয়ে গেলেও বেলা ১২টা পর্যন্ত অফিসে প্রবেশ করেননি। সোমবারও, পৌনে ১২টায় অফিস খোলা হয়নি। এদিকে, আজ অফিসের কয়েকজন কর্মচারী সময়মতো এসে তালা ঝুলানো দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, এমন দৃশ্য দেখা গেছে। এ ঘটনা নিয়ে কর্মচারী ও স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

খেলার সামগ্রী আটক

● আটের পাতার পর

জুয়ার রমরমা বাণিজ্য চলছে। এই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায়। অভিযানে পুলিশ তীর, জুয়া খেলার সামগ্রী, নগদ ৫৯৬০ টাকা সহ ৫ জুয়ারীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

মাসিক মাথা পিছু খরচ বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

২০২২-২৩-এ শহরাঞ্চলে ৫,২৬৭ টাকা এবং ২০২৩-২৪-এ ৫,৭৭৫ টাকা। পরিবর্তনের হার ৯.৬ু। ২০২২-২৩-এ সারা দেশের হিসাব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের থেকে শহরাঞ্চলের মাসিক গড় মাথা পিছু খরচের তফাত ছিল ৭১ু। ২০২৩-২৪-এ ৭০ু।

ভারত সরকার গ্রাম ও শহরের খরচের এই বৈষম্য কমাতে এবং জীবনের মান উন্নত করতে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে, যেমন PMEGP, MGNREGS, DDU-GKY– RSETI– DAY-LUL, PMMY, PMDGY, পিএম কিষাণ, আয়ুষ্মান ভারত, PMGKAOI, PMAY, PMU ইত্যাদি। রাজ্যসভায় আজ লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দরজিৎ সিং।

গুরুত্বারোপ কৃষিমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কুমার দাস, সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ, ফার্মার্স ক্লাবের রাজ্য সভাপতি প্রদীপ বরণ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অপর্ণা সিনহা নাথ।

এদিন কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ যুবরাজনগর কৃষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে অন্য একটি অনুষ্ঠানেরও উদ্বোধন করেন। সেখানে মধুবন এলাকার কৃষকদের তৈরি মধুর নতুন ব্র্যান্ডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। ''মধুবনের মধু'' নামক এই ব্র্যান্ডের মধু বাণিজ্যিকভাবে সফলতা অর্জন করবে বলে কৃষিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, অন্নপূর্ণা স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে এ মধু বাজারজাত করা হয়।

নির্বাচন কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দল ও জনগণের জন্য উপলব্ধ করা হয়। প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা যাচাই ও আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হয়। এরপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়, যা রাজনৈতিক জনগণের জন্য বুথভিত্তিকভাবে এবং দল ও ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়। যদি কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে তিনি আরপি অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ২৪-(এ) ধারার অধীনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা কালেক্টর। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথম আপিল করতে পারেন। প্রথম আপিলের সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) আরপি অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ২৪ ধারার অধীনে দ্বিতীয় আপিল করতে পারবেন।

১৪ বছর ধরে জরাজীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলাচল, দুর্ভোগের শিকার

আগরতলা, ১০ মার্চ: বিগত ১৪ বছর ধরে সংস্কারের অভাবে ধুকছে পহরমুড়া বৈদ্যনাথ চৌমুহনী থেকে গৌর নগর হয়ে সিমনা পর্যন্ত রাস্তাটি। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত সংস্কারর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, ওই এলাকা জুড়ে পাঁচ শতাধিক পরিবার বসবাস করছেন। বারংবার এবিষয়ে বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও রাস্তার হাল ফেরাতে পারছে না এলাকাবাসীরা। যাতে করে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে এলাকাবাসীরা। আর বর্ষার দিনে হাটুর উপর উঠে যায় জল।

উল্লেখ্য, তৎকালীন বাম সরকারের আমলে ২০১১ সনে রাস্তাটি হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ ২০১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত বাম সরকারও রাস্তাটির সে খারাপ অবস্থা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তার জন্য হাল ফেরাতে কোন উদ্যোগ নেয়নি। বাম আমলে গিয়ে ২০১৮ তে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার বিজেপি ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ১৮ থেকে আজ পর্যন্ত এই রাস্তাটি সংস্কারে কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করিনি বর্তমান প্রশাসন। সি পি ডব্লিউ এবং পি ডব্লিউ ডি গেরাকলে পড়ে ভুগছে এলাকাবাসীরা। এছাড়াও এলাকাবাসীরা জানায়, রাস্তার তো বেহাল অবস্থা রয়েছেই পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থাও নেই। যাতে করে বর্ষার সময় জল জমে যায়। পরিশেষে এলাকাবাসীদের বক্তব্য, সমস্ত গ্যারকলের ঊর্ধে উঠে তাদেরই স্বার্থে বর্তমান সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করার জন্য।

যানজটে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি

আগরতলা, ১০ মার্চ: বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনিতে যানজটে আটকে পড়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচারীরা যানজট মুক্ত করতে রাস্তায় নামেন।

প্রসঙ্গত, প্রতিনিয়ত যান দূর্ঘটনা বেড়েই চলছে। কোনোভাবে যান দূর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে, যান দূর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক দফতর থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে। এরই মাঝে আজ দূর্ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যাওয়ার পথে বিশালগড় ব্রীজ চৌমুহনীতে যানজটে আটকে পড়ে দমকলবাহিনী এবং অ্যাম্বুলেন্স। পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা যানজট মুক্ত করতে রাস্তায় নামেন।

অনলাইনের গেইমে আসক্ত হয়ে বহি:রাজ্যের যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায় স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী

আগরতলা, ১০ মার্চ : অনলাইন গেইমের মাধ্যমে পরিচয় হয়ে বহি:রাজ্যের এক যুবককের সাথে পালিয়ে গিয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া। ওই ঘটনায় মেলাঘর থানাধীন তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে মেলাঘর থানায় মামলা দায়ের করেন। প্রসঙ্গত, মেলাঘর তেলকাজলার দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীর স্কুলের পড়াশোনা এবং অনলাইনে ক্লাসের জন্য মোবাইল লাগবে। তাই মা বাবা শখ করে মেয়েকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন। আর সেই মেয়ে অনলাইনেট গেইমে আসক্ত হয়ে বহি:রাজের এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় মেলাঘর তেল কাজলা ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মেলাঘর থানাধীন তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মনির হোসেনের মেয়ে তানিয়া আক্তার সে এবার দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু গত তিন দিন আগে বাড়ি থেকে মেলাঘর যাওয়ার কথা বলে অনলাইনে আসক্ত হওয়া বিহারের সনু কুমার নামে এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে মনির হোসেন মেলাঘর থানা একটি মামলা দায়ের করেন।

এদিকে, মেয়ের বয়স ১৮ হওয়া প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করছে না। এদিকে তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর মেয়ের কোনো হদিশ পাচ্ছে না পরিবারের সদস্যরা।

কনস্টেবল স্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

গিয়েছে আর কে পুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে পুলিশ কনস্টেবল অনুপমা চক্রবর্তী ডিউটি সেরে কয়লার মাঠস্থিত তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় তার স্বামী দীপঙ্কর চক্রবর্তীকে অন্য মহিলার সাথে এক বিছানায় দেখতে পায়। এই ঘটনা দেখে আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তীর স্ত্রী অনুপমা দেবী। অভিমানে ঘরে রাখা পুরনো ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। ঘটনা জানাজানি হবার ভয়ে গোপনে স্ত্রীকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় দীপঙ্কর চক্রবর্তী। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেডিসিন ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি রাখা হয়। খবর পেয়ে এদিকে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশও। এদিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গোমতী জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিষেক বর্মন এই ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের স্পষ্টিকরণ দেন। তিনি জানান, দিপালী চক্রবর্তী অজানা অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থ একসাথে খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একাধিকবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ আইজি অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়েছিলেন।

দুরীকরণে বৈঠকে প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

সরকারকে এবিষয়ে তিপ্রাসাদের জানাতে হবে। তা নাহলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, আনাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য একত্রে আওয়াজ তুলতে হবে।

এদিকে, এবিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, চৌদ্দ দেবতা মন্দির চত্বরে একটি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, তিপ্রাসাদের ধারণা মন্দিরের সীমায় ওই প্রাইমারি হেলথ সেন্টার খোলা হচ্ছে। এবিষয়েই আজ প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এবং অন্যান্যদের সাথে বৈঠক করা হয়েছে।

শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

অনুপস্থিত ছিল ৬ জন ছাত্র ও ৫ জন ছাত্রী। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.৩৬ শতাংশ। আগামী ১২ মার্চ উচ্চতর মাধ্যমিকে সাইকোলজি বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস নেতৃত্বদের গাড়িতে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন টিটন পাল। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতৃত্ব অল্প বিস্তর আহত হয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে কংগ্রেস।

এফিডেভিট

আমি, শ্রীমতি পায়েল কর দসা, পিতা-মৃত পঙ্কজ কর, নিবাস-২১৫ এ, ধলেশ্বর রোড নং-১, আগরতলা, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৭। আমি পায়েল কর দাস থেকে পদবি পরবির্তন করে পায়েল কর করেছি এবং এখন থেকে নোটারি এফিডেভিট আগরতলা রেজি নং ৯ মার্চ ২০২৫ তারিখ ১০-০৩-২০২৫ মূলে সমস্ত ক্ষেত্রে এই নাম ব্যবহৃত হইবে. পায়েল কর দাস এবং পায়েল কর একই মহিলা। এটা আমার জ্ঞান সত্য।

Payal Kar
Mobile : 7005031275

াঙ্গন

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন খোয়াই রাজ্য ক্রিকেটে রানার্স উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খোয়াই। প্রথমবারের মতো রাজ্য ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাব খোয়াই-এর ঘরে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে উদয়পুর কে রোমাঞ্চকর ভাবে এক উইকেটে হারিয়ে খোয়াই চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। বিজিত উদয়পুর মহকুমা দলকে রানার্স খেতাবে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। উদয়পুরের মারফুটে ব্যাটার্স শ্রীমন দেবনাথ আজ তেমন জ্বলে উঠতে পারেনি। মূলতঃ শুভজিৎ কুরীর বলে ব্যাটে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের কাছে উদয়পুর কে থমকে দাঁড়াতে হয়। সর্বাধিক রান শ্রীমনের ব্যাট থেকে অর্জিত হলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে সোমবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে উদয়পুর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার শেষ হওয়ার ১৮ বল বাকি থাকতে উদয়পুর ১১১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শ্রীমন সর্বাধিক ৪৯ রান পায় ৫৯ বল খেলে, পাঁচটি বাউন্ডারি সহযোগে। খোয়াইয়ের জয়দীপ দেব ২৩ রানে তিনটি, অধিনায়ক শুভজিৎ কুরী ২৬ রানে দুইটি উইকেট পায়। এছাড়া, রাজদ্বীপ রুদ্রপাল, সায়নদীপ সিংহ ও চয়ন পাল প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ৩৫.১ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে রোমাঞ্চকর ভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে ওপেনার আয়ুষ নমঃ দাসের ২৯ রান, শুভজিৎ কুরীর ২৬ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ১৩ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তবে অন্তিম উইকেটের জুটিতে সায়ন দত্ত এবং রাজদীপ রুদ্র পাল দায়িত্ব ও দৃঢ়তার পাশাপাশি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দলকে জয় এনে দেয়। উদয়পুরের বোলার সৌরজিত দাস ২৪ রানে তিনটি এবং রিহান আক্তার ২২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। শ্রীমন দেবনাথ ও সায়ন বনিক পেয়েছিল একটি করে উইকেট। অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং দলকে জয়ী করার সৌজন্যে শুভজিৎ কুরী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

তেজস্বীর ঝড়ো শতকে চলমানকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো হার্ভে ক্লাব

হার্ভে - ১৬৯/৪ চলমান সংঘ - ১৩৬/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরলো হার্ভে ক্লাব। প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর সোমবার চলমান সংঘকে ৩৩ রানে পরাজিত করলো হার্ভে ক্লাব। তেজস্বী জয়শোয়ালের চোখ ঝলসানো শতরানে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে এদিন সকালে হয় ম্যাচটি। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব নির্ধারিত ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন ওপেনার তেজস্বী যশোয়াল। শুরু থেকেই বিপক্ষের বোলারদের উপর চরাও হয়েছিলেন তেজস্বী। অনবরত বল সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ৬৪ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও নয়টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১১ রানের অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে রিতায়ন দে ১৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারিও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং স্বরব সাহানি ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। চলমান সংঘের পক্ষে রকি চব্বিশ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সংঘ নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১৩৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ভিশু রাজ ৩৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, দেবপ্রসাদ সিনহা ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, রকি ১৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওয়ার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং বিশাল চৌহান ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। হার্ভে ক্লাবের পক্ষে আনন্দ দুবে ৮ রানে, স্বরব সাহানি ২৮ রানে এবং রিতায়ন দে ৩৫ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্য স্বরূপ তেজস্বী যশোয়াল পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সমীরণ স্মৃতি ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো জেসিসি

পোলস্টার -১০৭ জে সি সি-১০৮/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব তথা জে সি সি। ঘাম ঝরিয়ে পরাজিত করলো পোলস্টার ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। সোমবার দুপুরে নরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে জে সি সি ২ উইকেট পরাজিত করে পোলস্টারকে। পোলস্টারের গড়া ১০৭ রানের জবাবে জে সি সি ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পোলস্টার ক্লাব ১৯.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আদিত্য যাদব ৪৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, আয়ুষ দেবনাথ ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং তনয় মন্ডল ১৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। জে সি সি-র পক্ষে বিক্রম দেবনাথ ১০ রানে ৪ টি, প্রীন্স মাউরা ১৯ রানে, পারভেজ সুলতান ২১ রানে এবং অমরেশ দাস ৩০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে জে সি সি ১৪ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দলনায়ক রজত দে ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, দুর্লব রায় ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, বিক্রম দেবনাথ ১৬ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, অমরেশ দাস ৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ (অপ:) এবং অর্জুন দেবনাথ ১৪ বল খেলে ১ টিবাউন্ডারির সাহায্যে ১০ (অপ:) রান করেন। যে দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। পোলস্টারের পক্ষে তনয় মন্ডল ১২ রানে এবং পাউরুশ মিশ্র ১৬ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। আসরে দুই ম্যাচে খেলে দুটিতেই পরাজিত হলো পোলস্টার ক্লাব।

আনন্দ ভৌমিকের মারকুটে সেঞ্চুরি জয় দিয়ে শুরু ব্লাডমাউথ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা ব্লাড মাউথ ক্লাবের। হারিয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেড বিএসটি কে। ৬ উইকেট এর ব্যবধানে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে দুপুরে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড বিএসটি প্রথমে ব্যাটিংয়ের এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সায়ন দাসের ৫২ রান এবং রঞ্জিত দেববর্মার ৩৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ব্লাড মাউথের আকাশ সুমরা ও সৌরভ দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব বিশেষ করে আনন্দ ভৌমিকের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের উপর ভর করে ১৬.৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। আনন্দ ভৌমিকের দুর্দান্ত অপরাজিত ১০২ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। আনন্দ ৫২ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১০২ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গে আকাশ শর্মার ২৪ রান এবং অধিনায়ক সৌরভ দাস এর ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড বিএসটি-র ঔংকার তারমালে দুটি উইকেট পেয়েছিল। মারকুটে ব্যাটিং ও দুর্দান্ত সেঞ্চুরির সৌজন্যে আনন্দ ভৌমিক পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

শচীন ঝড়েও অধরা জয়

মাস্টার্স লিগে ভারতের জয়রথ থামাল অস্ট্রেলিয়া। বুধবার শেন ওয়াটসনদের তাণ্ডবে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল ভারতের বোলিং। পরে ব্যাট করতে নেমে হাফসেঞ্চুরি হাঁকালেন শচীন তেণ্ডুলকর। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতল অজিরা।

অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাস্টার্স লিগে খেলছেন শচীন। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে ভারত। শচীন ছাড়াও বিশ্বকাপজয়ী যুবরাজ সিং, সুরেশ রায়না, ইউসুফ পাঠানরা রয়েছেন ভারতের স্কোয়াডে। কয়েকটি ম্যাচে ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন শচীন। ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুরমুশ করেছে ভারত।

তবে ভারতীয় দলকে এদিন সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিল ওয়াটসনের অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন শচীন। কিন্তু প্রথম থেকেই মারমুখী মেজাজে ছিলেন অজি অধিনায়ক ওয়াটো। মাত্র ৫২ বলে ১১০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। আরেক ওপেনার শন মার্শ ২২ রান করে আউট হয়ে গেলেও রানের গতি থামেনি। তিন নম্বরে নামা বেন ডাঙ্ক মাত্র ৫৩ বলে ১৩২ রান করেন। ১২টি বাউন্ডারি আর ১০টি ছক্কা মেরেছেন গোটা ইনিংসে। নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ২৬৯ রান তোলে অজিরা।

গোটা টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করে আসা বোলিং লাইন আপ ব্যর্থ হতেই ভেঙে পড়ে ভারতের ব্যাটিংও। ওপেন করতে নেমে ৩৩ বলে ৬৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শচীন। কিন্তু তিনি ছাড়া আর কেউ সেভাবে রান পাননি। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর ইউসুফের ২৫ রান। ইনিংসের শেষ বলে ১৭৪ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত। তবে এদিন বড় ব্যবধানে হারলেও পয়েন্ট টেবিলে সকলের উপরেই রয়েছে শচীনের ভারত।

স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রশিক্ষকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে দারুন উদ্যোগ ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের। আগামী ১২ ও ১৩ মার্চ ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বিষয়ক দুই দিনের ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উদ্যোক্তা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ। রাজধানীর এনএসআরসিসি কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠেয় এই দু-দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ৭০ জন কন্ট্রাক্ট ট্রেইনারদের প্রত্যেককে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। প্রখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব প্রমুখ এই ওয়ার্কশপে আলোচকের ভূমিকায় মূল্যবান বক্তৃতা ও টিপস তুলে ধরবেন। সঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতাও শেয়ার করবেন। বিশেষ করে ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মেধার আপ-গ্রেডেশনের লক্ষ্যে এই ওয়ার্কশপ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন ইভেন্টে কোচিং প্রদান বিষয়ে এই ওয়ার্কশপ অনেকটা কাজে আসবে। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা চেয়েছেন।

ইংল্যান্ডের নাগরিক হয়ে আইপিএলে কোহলির দলে খেলতে চান আমির

পাকিস্তানি অলরাউন্ডার আজহার মেহমুদের পথে হাঁটছেন মোহাম্মদ আমির। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকার কারণে আইপিএলে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মেহমুদ।

আগামী বছর ব্রিটিশ পাসপোর্ট পাওয়ার আশা করছেন আমিরও। সেই সুবাদে তিনিও আগামী বছর থেকে আইপিএলে খেলতে চান এই পেসার। পাকিস্তানের এই বাঁহাতি পেসার আইপিএলের খেলতে চান বিরাট কোহলির দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে। আমির আইপিএল খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'হারনা মান হে'তে। সেখানে আমির বলেছেন, 'আগামী বছর আইপিএলে খেলার সুযোগ আসবে। যদি কোনো দল আমাকে নেয়, আমি আইপিএলে খেলব।'

এরপর আমির কোহলির দল বেঙ্গালুরুতে খেলার ইচ্ছার কথা জানান। একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান আহমেদ শেহজাদ বলেছেন, আইপিএলে বেঙ্গালুরুর ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারেন আমির, 'আরসিবির আমিরের মতো একজন বোলার প্রয়োজন। তাদের ব্যাটিং বিভাগ ভালো, তাদের বোলিং সব সময়ই সমস্যার। আমির আরসিবির হয়ে খেললে তারা শিরোপা জিতবে।'

বেঙ্গালুরুর প্রতি আমিরের আগ্রহের অন্যতম কারণ কোহলি। সমসাময়িক এই দুই ক্রিকেটারই একে অপরকে বিভিন্ন সময় প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। আমিরের মুখে আবারও কোহলির প্রশংসা শোনা গেছে কাল, 'বিরাট আমাকে একটি ব্যাট উপহার দিয়েছিল। আমি তাতে বেশ খুশি হয়েছিলাম। আমি সব সময়ই কোহলির ব্যাটিংয়ের গুণগ্রাহী আর সে আমার বোলিংয়ের। ওর উপহার দেওয়া ব্যাটে আমার কয়েকটি ভালো ইনিংসও আছে।'

২০০৮ সালের প্রথম আইপিএলে খেলেছেন পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। শোয়েব আখতার, সোহেল তানভীররা সেই আইপিএলে বেশ আলো ছড়িয়েছিলেন। তবে দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে এরপর আর আইপিএলে খেলা হয়নি পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারের।

বিসিসি-কে হারিয়ে জয় দিয়ে টি-২০ লীগ শুরু শতদল সংঘের

শতদল সংঘ - ১৪৫ বি সি সি -১২০/৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো শতদল সংঘ। ২৫ রানে পরাজিত করলো বিসিসি-কে। টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়লো বি সি সি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। সোমবার টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে শতদল সংঘের গড়া ১৪৫ রানের জবাবে বিসিসি ১২০ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে শতদল সংঘ ১৪৫ রান করে। দলের পক্ষে দলনায়ক ভিকি সাহা ১৯ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, রাহুল সূত্রধর ১০ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, দ্বীপজয় দেব ২৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং দেবরাজ দে ১৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। বি সি সি র পক্ষে এন এস সচীন ৩১ রানে চারটি এবং তন্ময় ঘোষ ১৮ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বি সি সি নির্ধারিত ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১২০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে কৃতিদীপ্ত দাস ৪০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২, প্রবীণ কুমার ৩৩ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং অর্কজিৎ দাস ১৩ বল খেলে দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। শতদল সংঘের পক্ষে রাজদীপ দত্ত নয় রানে, দেবরাজ দে ১৫ রানে এবং মিজানুর রহমান ১৭ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। অলরাউন্ডার দেবরাজ দে পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেট : দ্বিতীয় জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ সিকিমের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিজেদের চতুর্থ ম্যাচ খেলতে আগামীকাল (মঙ্গলবার) মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ দুর্বল সিকিম। নাগপুরের লেডি অমৃতবাই দাগা কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। জাতীয় অনূর্ধ ২৩ বালিকাদের ক্রিকেটে। আপাতত ত্রিপুরা তিন ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয় পেলেও সিকিম সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সব কটি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছে। ফলের শক্তির বিচারে সিকিম থেকে এগিয়েই মাঠে নামবে শ্রাবণী দেবনাথের মেয়েরা। জয় পাওয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও অন্বেশা দাস-রা আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ। শেষ ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ধরাশায়ী হয়েছিল ত্রিপুরা। সিকিম ম্যাচে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেন কোচ শ্রাবণী দেবনাথ। এদিন অনুশীলন না হলেও ব্যাটসম্যানদের নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন ত্রিপুরার কোচ। কার কোথায় ভুল হয়েছিল তা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কোচ আশা করেন সিকিম ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াবেই মেয়েরা। এবং আসরের শেষ ম্যাচের আগে মনোবল বাড়িয়ে নেবে।

ক্রমতালিকায় উঠলেন বিরাট

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ৮৪ রান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির এই দুই ইনিংস তাঁকে এক দিনের ক্রিকেটে ক্রমতালিকায় এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। আইসিসির ক্রমতালিকায় এখন তিনি চতুর্থ স্থানে। দু'ধাপ নেমে রোহিত শর্মা এখন পঞ্চম স্থানে।

এক দিনের ক্রিকেটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন শুভমন গিল। দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তানের বাবর আজম। এত দিন তৃতীয় স্থানে ছিলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত। তিনি নেমে গিয়েছেন পঞ্চম স্থানে। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিখ ক্লাসেন। চতুর্থ স্থানে ছিলেন তিনি। সেই জায়গা এখন নিয়েছেন কোহলি। তিনি ছিলেন পঞ্চম স্থানে। এখন যে স্থানে রয়েছেন রোহিত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভাল খেলার কারণে এই তালিকায় অষ্টম স্থানে উঠে এসেছেন শ্রেয়স আয়ার। তিনি ছিলেন নবম স্থানে। ১৩ ধাপ উঠে দশম স্থানে আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনিও দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। সেই কারণেই ১০ নম্বরে উঠে এসেছেন জাদরান। এক দিনের ক্রিকেটে বোলিংয়ের ক্রমতালিকায় উন্নতি করেছেন মহম্মদ শামি। তিনি এর আগে ১৪ নম্বরে ছিলেন। তিন ধাপ উঠে ১১ নম্বরে রয়েছেন বাংলার পেসার। প্রথম দশের মধ্যে ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন শুধু কুলদীপ যাদব। তিনি তৃতীয় স্থানে ছিলেন। কিন্তু নেমে গিয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ উঠে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে। নিউ জিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শ্রীলঙ্কার মাহিস থিকসানা।

নজির ছুঁলেন নিউ জিল্যান্ডের রাচিন

একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করার নজির গড়লেন রাচিন রবীন্দ্র। এর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন তিনি। এ বার সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করলেন। একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করে ফেললেন তিনি। এর আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করেছিলেন। তালিকায় রয়েছেন আরও এক ভারতীয়।

একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একাধিক শতরান করার নজির ছিল সাত ব্যাটারের। সেই তালিকায় এ বার যোগ হল রাচিনের নাম। ২০০০ সালে সৌরভ একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু'টি শতরান করেছিলেন। ২০১৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই নজির গড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান। ভারতের সেই দুই ক্রিকেটারের সঙ্গে একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একাধিক শতরান করার নজির গড়েছিলেন ক্রিস গেল (২০০৬), সৈয়দ আনওয়ার (২০০০), হার্শেল গিবস (২০০২), উপুল থরঙ্গা (২০০৬) এবং শেন ওয়াটসন (২০০৯)। এর মধ্যে গেল একই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তিনটি শতরান করার রেকর্ড গড়েছিলেন। যা এখনও কেউ ছুঁতে পারেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে বুধবার রাচিনের দাপট দেখল লাহোর। ১০১ বলে ১০৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এর মধ্যে ১৩টি চার এবং একটি ছক্কাও মারেন। রাচিন এবং কেন উইলিয়ামসনের (১০২) ব্যাটে ভর করে ৩৬২ রান তোলে নিউ জিল্যান্ড। যা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রেকর্ড। তাঁরা ভেঙে দেন অস্ট্রেলিয়ার ৩৫৬ রানের রেকর্ড।

এখনও চোট সারেনি, আইপিএলে প্রথম দু'সপ্তাহ বুমরাহকে না পাওয়ার সম্ভাবনা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের

ক্রিকেট মাঠে ফিরতে আরও কিছুটা সময় লাগবে জসপ্রীত বুমরাহের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চোট পেয়েছিলেন তিনি। খেলতে পারছেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও। আইপিএলের শুরুতেও তাঁর না খেলার সম্ভাবনা। যা চিন্তার কারণ হতে পারে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জন্য।

বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে বুমরাহের। এর মধ্যে যদিও দুবাই গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে আইসিসির একটি পুরস্কার নেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে। কিন্তু পিঠের চোটের কারণে ভুগছেন তিনি। যে কারণে এখনও খেলা সম্ভব হচ্ছে না। বোর্ডের এক কর্তা বলেন, "বুমরাহের রিপোর্ট ঠিক আছে। অ্যাকাডেমিতে বোলিংও শুরু করে দিয়েছে। তবে আইপিএলের শুরুতে ওর বল করা কঠিন। মনে হয় এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে মাঠে ফিরতে পারবে বুমরাহ।"

মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম তিন-চারটি ম্যাচে হয়তো খেলা হবে না বুমরাহের। অ্যাকাডেমিতে বোলিং শুরু করলেও, এখনও পুরো শক্তি দিয়ে বল করছেন না তিনি। বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, "অ্যাকাডেমিতে কোনও সমস্যা ছাড়া টানা বল না করলে বুমরাহকে ছাড়া হবে না।"

দুবাই যাত্রাকে দুষছেন মিলার

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভাগ্য বদলাল না। নিউজিল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হল ডেভিড মিলারদের। তাঁর নিজের সেঞ্চুরি কোনও কাজে লাগল না। সেমিতে হেরে মিলারের বক্তব্য, এভাবে অকারণ দুবাই যাত্রা আদর্শ নয়। অন্যদিকে কিউয়ি তারকা কেন উইলিয়ামসন মনে করছেন, ফাইনালে ভারত কোনও বাড়তি সুবিধা পাবে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত খেলছে দুবাইয়ে। সেমিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে চলে গিয়েছেন রোহিত শর্মারা। অন্য সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড হারায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। সেই ম্যাচটি অবশ্য হয় পাকিস্তানেই। কিন্তু সেমিতে ভারতের প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটা নির্ধারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রোটিয়াদেরও দুবাই যেতে হয়েছিল। পরে শেষ চারে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া হওয়ায় পাকিস্তানে ফিরে আসেন মিলাররা।

আর তাতেই বেজায় চটেছেন প্রোটিয় তারকা। ম্যাচের পর তিনি বলেন, "হতে পারে মাত্র ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের বিমানযাত্রা। কিন্তু সেটাও তো হওয়া উচিত নয়। কখনও ম্যাচ শেষ হওয়ার পরদিন ভোরে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আবার ওই দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফিরে এলাম। এমন নয় যে, পাঁচ ঘণ্টা সফর করতে হল। আমাদের কাছে তরতাজা হওয়ার সময় ছিল। কিন্তু তাতেও এটা ঠিক নয়।"

অন্যদিকে সেমিতে সেঞ্চুরি করেছেন কেন উইলিয়ামসনও। দুবাইয়ের পরিস্থিতি নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং তিনি বলছেন, "ভারত দুবাইয়ে খেলুক না। আমরা ওসব নিয়ে ভাবছি না। আমরা শুধু ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। আমরা ভারতের কাছে এখানে হেরেছি। ফলে সেখান থেকে শেখার আছে। ফাইনালের আগে দু-তিন দিন সময় আছে। আমরা সেটার জন্য তৈরি হচ্ছি।"

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে ফৌজদারি বিষয় নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরায় নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে: শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ: ত্রিপুরায় নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা স্থপন করা হচ্ছে। ফলে রাজ্য উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। আজ ৫৪তম জাতীয় সুরক্ষা দিবস এবং জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে এক সুরক্ষা সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স এসোসিয়েশন, আগরতলা এর সহযোগিতায় আজ এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটি হয় বোধজংনগরস্থিত উদ্যোগী ভবনে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায় আরও বলেন, প্রতি দিন রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। ফলে কলকারখানাগুলিতে সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। তার জন্য এইরূপ কর্মসূচি প্রতি বছর পালিত হয়। তিনি সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা মেনে কলকারখানা স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নির্মাণ শ্রমিক কার্ডের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রতিটি নির্মাণ শ্রমিককে এই কার্ড অবশ্যই করা উচিত। শ্রমিকদের সঠিক মজুরি প্রদানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রমিকদের কল্যাণে মালিকগণ যাতে আন্তরিক হন তার জন্যও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স অর্গানাইজেশন এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনভেস্টিং অফিসার দিলীপ কুমার ভৌমিক। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার বিশ্বজিৎ পাল, ফ্যাক্টরীজ এন্ড বয়লার্স''র মুখ্য পরিদর্শক সূর্য্যপাল মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি। অনুষ্ঠানের শুরুতে একটি বাইক র‍্যালি ও ফায়ার সেফটি ডেমোনেস্ট্রেশন হয়। অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে ২৫টি শিল্প সংস্থাকে সুরক্ষা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি প্রাণ গোপাল সাহা।

সিএনজি অফিস স্থানান্তরের উদ্যোগে গ্রাহকদের অসন্তোষ

আগরতলা, ১০ মার্চ : ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের সাউথ জোন ওএন্ডএম এবং কাস্টমার কেয়ার ইউনিট অফিস গত ৬-৭ বছর ধরে কবিরাজ টিলা, স্পোর্টস স্কুল রোডে গ্রাহকদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে আসছিল। তবে আজ হঠাৎ করে অফিসটি কৃষ্ণনগর এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নিলে, বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন।

তারা দাবি করেন, 'এই অফিস এখান থেকে সরানো যাবে না। অফিসের স্টাফরা জানান, উপর থেকে অর্ডার এসেছে, তাই অফিস স্থানান্তরিত হচ্ছে। তবে গ্রাহকদের বিল পরিষেবা এখানে অব্যাহত থাকবে।

এদিকে, প্রায় ২০-২৫ হাজার গ্রাহক এই অফিস থেকে পরিষেবা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অফিসটি সরিয়ে নেওয়ার কাজ বাধাগ্রস্ত করতে গ্রাহকরা অফিসের কর্মচারীদের একটি ঘরে তালাবন্ধ করে রাখেন। পরিস্থিতি বর্তমানে উত্তপ্ত, তবে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সমাধানে কাজ করছে।

কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের জন্য বাজেট পেশ করবে ঃ বিপ্লব

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ।। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে নির্মলা সীতারমন দূরদর্শী বাজেট পেশ করেছেন। সাথে আজ কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের জন্য বাজেট পেশ করবে। সংসদে বাজেটের প্রথম পর্ব শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমনটাই দাবি করেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। শ্রী দেব বলেন, গত কিছু দিন আগে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের জন্য বাজেট পেশ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে বাজেট পেশ করেছে। এর জন্য তিনি মনিপুরবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চাইছেন শীঘ্রই মণিপুরে শান্তি ফিরে আসুক এবং সেই দিশায় কাজ করছে সরকার।

নেশা সামগ্রী সহ নেশাকারবারি আটক করল এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ মার্চ: প্রকাশ্যে দিবালোকে জন সমাগমের মাঝে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘুরাফেরা করতেই বাজার ব্যবসায়ীরা হাতেনাতে ধরে ফেলে কুখ্যাত নেশাকারবারী অর্জুন বৈদ্যকে। সোমবার সকালে এক নেশা কারবারি বিলোনিয়া এক নং টিলা বাজারে এসেছিল নেশাজাতীয় দ্রব্য হেরোইন ভর্তি কৌট্রা নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে। তখন বাজারের কিছু ব্যাবসায়ীর সন্দেহ হয় অর্জুন বৈদ্যের ঘুরাফেরা দেখে। সাথে সাথে তাকে আটক করা হয়।

তল্লাশির পরে নেশাকারবারী অর্জুন বৈদ্যের পকেট থেকে ৩০ টির উপরে হেরোইন ভর্তি কৌট্রা উদ্ধার করে। এরপর এক নং টিলা বাজারের পোষ্টে বেঁধে রেখে খবর দেয় বিলোনিয়া থানাতে। পুলিশ আসার পর বাজার ব্যাবসায়ীরা নেশাসামগ্রী সহ কুখ্যাত নেশা কারবারী অর্জুনকে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। এই অর্জুন বৈদ্য দক্ষিণ জেলার নেশা কারবারীদের মধ্যে অন্যতম। একপ্রকার দক্ষিণের নেশা সাম্রাজ্যের কিং বলা যায় তাকে। দক্ষিণের বিভিন্ন জায়গা জুড়ে নেশা সাম্রাজ্যের জাল বিস্তার করে রেখেছে। তার বাড়ি বিলোনিয়া থানাধীন ত্রিপুরা বাজার সরকার টিলা এলাকায়। এই এলাকার প্রমিলা বাহীনি সহ লোকজনেরা কুখ্যাত নেশা কারবারী অর্জুনকে হাতে নাতে ধরে নেশা সামগ্রী সহ বার বার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পর কি ভাবে পাড় পেয়ে যায়, গুঞ্জন রয়েছে বিলোনিয়া জুড়ে।

বিজেপি ছাত্রদের বিপক্ষে কাজ করছে ঃ এনএসইউআই

আগরতলা, ১০ মার্চ : সোমবার একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি সৌরভ কুমার শীল শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান। বিজেপি বরাবরই ছাত্রদের বিপক্ষে গিয়ে কাজ করছে, এমনটাই দাবি জানিয়েছেন সৌরভ কুমার। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষক স্বল্পতা, ড্রাগসের রমরমা এবং অন্যান্য নানা অব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী এইসব বিষয়ে উদাসীন। তিনি আরো বলেন, গত ৭ বছরে বিভিন্ন কলেজ চত্বরে ছাত্রদের মধ্যে যে পরিমাণ নেশার আসক্তি দেখা গেছে, ইতিপূর্বে এইরূপ অবস্থা ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেন এনএসইউআই রাজ্য সভাপতি। গতকাল বিজেপির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা যে ঘোষণা করেছেন, মাধ্যমিক পাস করলে মেয়েদের স্কুটি প্রদান করা হবে। এ নিয়ে সৌরভ কুমার শীল বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, মাধ্যমিক পাস করা মেয়ের বয়স ১৬ থেকে ১৭ বছর হতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় না, কারণ লাইসেন্সের জন্য ১৮ বছর হতে হয়। তাই এমন প্রতিশ্রুতি কীভাবে দেওয়া হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সৌরভ কুমার শীল আরও বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অবস্থা শোচনীয়, এবং এর জন্য রাজ্য সরকারের পদত্যাগই একমাত্র সমাধান।

ফ্যাক্টরি এবং বয়েলার্স ও ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স এর পক্ষ থেকে সেফটি ওয়্যারলেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ: সোমবার আগরতলার বোধজংনগর এলাকায় ফ্যাক্টরি এবং বয়েলার্স ও ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স এর পক্ষ থেকে সেফটি ওয়্যারলেস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা। রাজ্যে শিল্প কলকারখানার সংখ্যা বাড়ছে। ফলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে ফ্যাক্টরি এবং বয়েলার্স ও ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স এর পক্ষ থেকে বোধজংনগর এলাকায় এক সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায় এবং দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন রাজ্যে শিল্প কলকারখানা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি সংঘটিত করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দপ্তর রাজ্যের সর্বত্রই এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি করছে বলেও তিনি জানান। আগামী দিনগুলিতেও এধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

পাঁচ জুয়ারী সহ জব্দ তীর, জুয়া খেলার সামগ্রী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ: গোপন খবরের ভিত্তিতে তীরজুয়ার আসরে অভিযান চালালো এডিনগর থানার পুলিশ। অভিযানে পাঁচ জন জুয়ারীকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে এডিনগর থানার পুলিশ আধিকারিক কৌশিক বিজয় দাস জানিয়েছেন, পুলিশের কাছে গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে ক্যাম্পের বাজার এলাকায় তীর,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির শাসনে চলছে দুর্নীতি থ্রেট কালচার, অভিযোগ বাম যুব সংগঠনের

আগরতলা, ১০ মার্চ : রাজ্যে একের পর এক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে আজ বিক্ষোভে সামিল হল বামপন্থী যুব সংগঠনগুলি। ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ এর উদ্যোগে আজ রাজপথে মিছিল বের করা হয়, যেখানে বিজেপি সরকারের দুর্নীতি, অপশাসন এবং থ্রেট কালচার নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

মিছিলের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাম যুব নেতা নবারুণ দেব অভিযোগ করেন, রাজ্যে দুর্নীতি ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে অন্য দপ্তরগুলোতে দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি চলছে। দুর্নীতির আখড়াগুলো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরগুলো। তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকারের অপশাসন, দুর্নীতি এবং থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

এদিকে, বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিজেপি বিরোধী নেতা পলাশ ভৌমিকও বলেন, বিজেপি শাসনকালে বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতির ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। এই দুর্নীতি এবং থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য আজকের মিছিল আয়োজিত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে "মধুবনের মধু" ব্র্যান্ডের শুভ উদ্বোধনে মন্ত্রী রতনলাল নাথ

আগরতলা, ১০ মার্চ: ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত হাফলংছড়া কৃষি কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে মন্ত্রী রতনলাল নাথের হাতল উদ্বোধন হলো 'মধুবনের মধু'। এটি একটি নতুন ব্র্যান্ড। যাতে ৩২ জন উদ্যমী যুবক-যুবতী ও গৃহিণীদের যৌথ প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস, প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সবাই মিলে এই নতুন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং উদ্যোক্তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আমাদের সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই ৩২ জন উদ্যোগী মানুষকে, যারা কৃষি দপ্তরের সহায়তায় 'মধুবনের মধু' ব্র্যান্ডটি গড়ে তুলেছেন।" তিনি আরও বলেন, উত্তর ত্রিপুরায় ধান চাষের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে, অথচ এখানকার মানুষের খাদ্য চাহিদা দ্বিগুণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি নীতি অনুযায়ী, উত্তর জেলায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০ হাজারের বেশি কৃষককে সম্মানিত করা হয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত চাষাবাদ না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন ট্রেডিং কান্ডে আসামের বদরপুর পুলিশের জালে আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মার্চ: অনলাইন ট্রেডিং কান্ডে আসামের বদরপুর পুলিশের জালে আটক করা হয়েছে দুইজনকে। অনলাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আসামের শ্রীভূমি জেলায় প্রায় চার''শ কোটি টাকার প্রতারনার অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে গত কিছুদিন ধরে দফায় দফায় অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।এতে সফলতাও আসছে।

এবার এ কান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বদরপুর পুলিশ অভিযানে নেমে শাকিব এন্ড কোম্পানীর দুই মাস্টার মাইন্ডকে আটক করে। এ মর্মে বদরপুর থানার ওসি উত্তম অধিকারি জানান যে রবিবার রাতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হওয়া পান্ডাদের নাম মুজাক্কির আহমদ ও শাহানুলআলম লস্কর। তাদের বাড়ি যথাক্রমে আসামের শ্রীভূমির বদরপুর ও হাইলাকান্দির কাটলিছড়ায়। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি কালো রংয়ের বিলাসবহুল গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে ৪৪/২৫ নম্বরে একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে চাইল্ড কেয়ার রুমের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০মার্চ: বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন তথা মহকুমা শাসকের অভিনব উদ্যোগে প্রশংসা গোটা মহকুমায়। সদ্যোজাত ও শিশু নিয়ে পরিষেবা নিতে আসা মায়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হল। মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে নতুন চাইল্ড কেয়ার রুমের উদ্বোধন হলো আজ।

প্রতিদিন মহকুমা শাসকের অফিসে আধারকার্ড সহ বিভিন্ন কাজে প্রচুর মানুষ পরিষেবা নিতে আসে। যার মধ্যে ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে মায়েরা এবং গর্ভবতী মায়েরাও রয়েছে। দেখা যায় অনেক সময় মায়েরা তাদের বাচ্চাদের খোলা জায়গায় বসে সবার সামনে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হয়। তাই তারা যাতে নিশ্চিন্তে বসে নিরাপদে তাদের বাচ্চাদের ব্রেস্ট ফিডিং করাতে পারেন, তার জন্য আজ মহকুমা শাসকের অফিসে চাইল্ড চাইল্ড কেয়ার রুম এর উদ্বোধন হয়।

সোমবার বিকেল পাঁচটায় উদ্বোধন করেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক স্মিতা মল এম এস, সাথে ছিলেন মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। অভিনব এই চাইল্ড কেয়ার রুমটিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে পড়াশুনার সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখা হয়েছে। জেলাশাসক এই ধরনের উদ্যোগের জন্য মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনিক ভবনের সকলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas